NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ 'জরুরি অবস্থা ছিল গণতন্ত্রের উপর আঘাত'

সুমিতের আগাম জামিনের আর্জি খারিজ আদালতে ৩

কলকাতা ২৬ জুন ২০২৬ ১২ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.06.2026, Vol.20, Issue No. 16, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

তুরস্ক বনাম আমেরিকা
(ভারতীয় সময় সকাল ৭:৩০)
প্যারাগুয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া
(ভারতীয় সময় সকাল ৭:৩০)
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স
(ভারতীয় সময় রাত ১২:৩০)
সেনেগাল বনাম ইরাক
(ভারতীয় সময় রাত ১২:৩০)

গতকালের ফলাফল

ব্রাজিল ৩	স্কটল্যান্ড ০
মরক্কো ৪	হাইতি ২
দঃ আফ্রিকা ১	দঃ কোরিয়া ০
মেক্সিকো ৩	চেকিয়া ০

মৃত বেড়ে ১১ ● আহত ৩১ ● শোক মোদীর ● ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

কাঠগড়ায় হাকিমই

দুই ভূমিকম্পে ভেনেজুয়েলা তছনছ, শঙ্কা লক্ষ প্রাণহানির

কারাকাস, ২৫ জুন: জোড়া ভূমিকম্পে বেসামাল ভেনেজুয়েলা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬৪। আহত প্রায় হাজার। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজ। অন্যদিকে, মার্কিন বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, ভয়াবহ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১ লক্ষ ছাড়াতে পারে মৃতের সংখ্যা।

ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরে পরপর দু'টি বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানী কারকাস-সহ ভেনেজুয়েলার একাধিক এলাকা। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, জোড়া এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ভেনেজুয়েলার ক্যারিবীয় উপকূলবর্তী মোরন শহরের পশ্চিমে। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার গভীরে। প্রথম ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭.২। ঠিক তার প্রায় ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে আরও একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে ভেনেজুয়েলায়। এটির উৎস্থলও ওই একই জায়গায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। দ্বিতীয় ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭.৫। এরপরই গোটা ভেনেজুয়েলাজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।

ভূমিকম্পের মুহূর্তের এবং তারপরের একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। সেগুলিতে দেখা যাচ্ছে, রাজধানী কারাকাসে বহু ভবন পেন্ডুলামের মতো দুলছে। আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসছেন মানুষজন। কোথাও কোথাও ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে বাড়িঘর। ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। ধ্বংসস্তূপের জেরে অবরুদ্ধ একাধিক রাস্তা। জোড়া ভূমিকম্পের পরই কারাকাসের বহু এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ভেঙে পড়েছে বহু মোবাইল ফোনের টাওয়ারও। ফলে ব্যাহত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ।

নকশাতেই গলদ, ফিরহাদের স্বাক্ষর দেখালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাতলার ভেঙে পড়া গুদামের নকশার ছাড়পত্র গত ১৭ জানুয়ারি কলকাতা পুরসভা দিয়েছিল বলে বুধবার জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তিনি এই সংক্রান্ত নথি দেখিয়ে দাবি করেন, তাতে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর মন্তব্য, 'এই দেখুন মাননীয় ফিরহাদ হাকিমের সই। দেখুন আপনারা কী ভাবে, স্ট্রাকচারে ডিফেক্ট থাকা অবস্থায় ফল্টি প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করেছেন। ফল্টি ডিজাইন। এই রকম কত কাণ্ড করে রেখেছেন, তার ঠিক নেই।' তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রী এ দিন আরও বলেন, 'কী করেছেন আপনারা! আমরা পুরো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং বের করেছি। কোনও ছাড়াছাড়ির সিন নেই।'

তারাতলার ঘটনায় শিউরে উঠেছে শহর কলকাতা। মৃতদের পরিবারে হাহাকার। কার গাফিলতিতে এতগুলো মানুষ প্রাণ হারাল, চলছে কাটাছেঁড়া। বেআইনি প্ল্যানিং-এর অভিযোগ আগেই সামনে এনেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই অভিযোগের সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উঠে এলে 'কালী'র নাম। 'কালীকে তুললেই সব বেরিয়ে যাবে', বিধানসভায় বিবৃতি দিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন তিনি।

তারাতলার ওই নির্মাণের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'কালীকে তুললেই সব বেরিয়ে যাবে। কালী না বললে কোনও প্ল্যানে অনুমোদন হয় না। এই কালী ক্যামাক স্ট্রিটের অ্যাপয়েন্ট করা। বাইপাসের ধারে ২০০ কোটি টাকায় তৃণমূলর ভবন বানাচ্ছে এই কালী। এখান থেকে টাকা তুলে পাঠায়।'

তারাতলায় ২৪ জুন ভেঙে পড়া নির্মীয়মাণ গোডাউনের বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদনের যে চিঠি, সেখানে সই রয়েছে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। বৃহস্পতিবার সেই বিল্ডিং প্ল্যান বিধানসভায় সামনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনায় তিনি সরাসরি আঙুল তোলেন পূর্বতন সরকার ও পূর্বতন মেয়রের দিকে। তিনি বলেন, 'তৃণমূল এতদিন ধরে কাটমানি খেয়েছে ও সিটি অফ জয়কে মৃত্যুপুরী বানিয়েছে।' পাশাপাশি এও বলেন, 'যত বিল্ডিং প্ল্যান এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেস অর্থের বিনিময়ে, কাটমানির বিনিময়ে, ব্রোকারদের দিয়ে এই কলকাতাকে মৃত্যুপুরীরে পরিণত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার সমস্ত বিল্ডিং প্ল্যান ও নির্মীয়মাণ বাড়িগুলো আমরা অডিট করাব।

যতক্ষণ না অডিট সার্টিফিকেট হচ্ছে, কোনও বিল্ডিংয়ে আমরা হাত দিতে দেব না। তারপর তো প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট করে আদায় করব। শুধু জেল খাটানো নয়।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন মুখ খোলেন কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদের বক্তব্য, 'আমি যতদূর জেনেছি, গোডাউনটা বেআইনি নয়। নজরদারির অভাব ছিল। মেয়র বা কমিশনার গিয়ে তো আর নজরদারি করতে পারে না। আমি যদ্দুর জেনেছি, এটা অনুমোদন নিয়ে করা হয়েছিল। যদিও এটা তৈরি করতে কী কী মেটেরিয়াল ব্যবহার হয়েছে, সেটা জানার কথা আমার নয়। বা ওখানে কোথায় হচ্ছে, সেটাও আমি জানতাম না।' ঘটনার জন্য তৎকালীন পুর প্রশাসনকে সরাসরি দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দোষীদের বিরুদ্ধে শুধু ফৌজদারি মামলা নয়, প্রয়োজনে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেও ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। তাঁর কথায়, 'জনগণের জীবন নিয়ে কোনও রকম আপস করা হবে না। এই ঘটনায় সরকারের অবস্থান জিরো টলারেন্স।'

এদিকে, শুভেন্দুর তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বলেন, 'এ ব্যাপারে আমার জানা নেই।

গ্রেপ্তার কালী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনায় কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি (অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি) কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে নিশানা করেছিলেন। পুরো নাম উচ্চারণ না করলেও শুভেন্দু বলেছিলেন, 'কলকাতা পুরসভায় কালী না-বললে কোনও প্ল্যান (পাশ) হয় না।' তার পর রাতেই সেই কালীকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে।

গুদামের নির্মাণ কাজে কত শ্রমিক, প্রাণের সঙ্গে তথ্যও খুঁজছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদামে কত জন শ্রমিক কাজ করছিলেন, তার সঠিক কোনও হিসাব পাচ্ছে না পুলিশ। কারণ, ওই গুদামে কোনও উপস্থিতির হিসাব রাখা হত না। অভিযোগ, কোনও রেজিস্টার ছিল না। তাই এখনও কত জন ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আটকে আছেন, তার সঠিক হিসাব নেই। উদ্ধারকাজ চলছে।

তারাতলা বিপর্যয়ের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। এখনও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। ধ্বংসস্তূপের নিচে আর চাপা রয়েছেন কতজন, সে তথ্য জানা নাকি সম্ভব হচ্ছে না কিছুতেই। কারণ, এত বড় গুদাম এবং কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণের কাজ চললেও সেখানে ছিল না কোনও রেজিস্টার। তার ফলে শ্রমিকদের তথ্যের খোঁজে হয়রান সিটের তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেকথাই জানালেন অ্যাডিশনাল সিপি ক্রাইম কুণাল আগরওয়াল। বৃহস্পতিবার বিকেলে তারাতলার ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতির কথা জানাতে লালবাজার থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) কুণাল আগরওয়াল। তিনি জানান, মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখনও উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হয়নি। শম্ভুনাথের স্ত্রী-ও তাঁর সংস্থার অন্যতম অংশীদার বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

ধৃত গুলজার এবং মৃত ঠিকাদার আসগরের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অপরাধের অভিযোগ ছিল। একবালপুরের একটি মারপিটের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল গুলজারের। এ ছাড়া, আসগরের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা ছিল। একটি দক্ষিণ বন্দর থানায় ২০১৩ সালের মামলা। অন্যটি একবালপুর থানায় অপহরণের মামলা। পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার জানিয়েছেন, তারাতলাকাণ্ডে তাঁদের একাধিক দল কাজ করছে। কাদের জেরা করা হতে পারে, ইতিমধ্যে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। যাঁরা ঘটনাস্থল থেকে জীবিত উদ্ধার হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলতে পারে পুলিশ। তাঁদের ফোন খতিয়ে দেখা হবে। সেখান থেকে কোনও নাম পাওয়া যায় কি না, দেখবেন তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে, কলকাতা পুরসভার কাছ থেকে তারাতলার ঘটনায় ইতিমধ্যে কিছু তথ্য এবং নথি চেয়েছে লালবাজার। পুর আধিকারিকদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হবে। বৃহস্পতিবার বিধানসভা থেকে তারাতলার ঘটনার জন্য পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভেঙে পড়া গুদামের নকশায় কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমেরও সই রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। জানান, কাউকে ছাড়া হবে না। সেই অনুযায়ী পুলিশও তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা ও শহরতলিতে সমস্ত নির্মাণকাজ ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

বিপর্যয়ের তদন্তে উচ্চস্তরের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে সেনা জওয়ান অন্যদিকে এনডিআরএফ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, কলকাতা পুলিশ এবং দমকলের মিলিত প্রচেষ্টায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বুধবার থেকেই চলছে তারাতলায় ভেঙে পড়া শেডের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারের কাজ।

এদিকে, বিপর্যয়ের ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের সভাপতিত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন মোট ১১জন সদস্য রয়েছে। সাতদিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, তারাতলা বিপর্যয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং আহতদের জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পিএমও-র থেকে প্রকাশিত বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কলকাতার এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘোষণা অনুযায়ী, মৃতদের নিকটাত্মীয়দের এককালীন ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। একই সঙ্গে মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার এসএসকেএম হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, এখন ১৮ জন ব্যক্তি চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'একাধিক শ্রমিকের শরীরে মারাত্মক চোট রয়েছে। প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইতিমধ্যে ৩১ জনকে বের করে আনা হয়েছে ধ্বংসস্তূপ থেকে। যার মধ্যে ১১ জনকে এখনও পর্যন্ত মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সব শ্রমিককেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এসএসকেএম হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার সকালে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয় পাঁচ জনকে। উদ্ধারকারী দলের দাবি, ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। তাদের সন্ধান চালাতে সেনাবাহিনী ব্যবহার করছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। বুধবার দুর্ঘটনার পর থেকেই সন্ধান চালানো হচ্ছিল এই গোডাউন তৈরির বরাত পাওয়া ঠিকাদার আসগার হুসেইনের। বৃহস্পতিবার সকালে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হয় তার দেহও। গোডাউনের কাঠামোর যে অংশ ভেঙে পড়েনি, তা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই হাইড্রলিক ক্রেন দিয়ে টেনে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পোর্ট ট্রাস্ট-এর কাছ থেকে এই জমি গোডাউন তৈরির জন্য লিজ নিয়েছিলেন শম্ভুনাথ বেহেরা। তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় আরও চার জনকে। অন্যদিকে , স্থানীয়দের দাবি, বুধবার সকাল থেকেই দুলছিল লোহার কাঠামো। কেন এমন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে গোডাউনে এসে পৌঁছন শ্রমিকরা। তাঁরা ঢুকে কাঠামোর অবস্থা যখন খতিয়ে দেখছিলেন, তখন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ছাদ।

প্রশাসনের এক আধিকারিকের কথায়, 'দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য এই সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ধার ও চিকিৎসার কাজও সমান্তরালভাবে চলছে।'

আরজি করে সিবিআইকে তিরস্কার আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে ফের রিপোর্ট তলব আদালতের। ২১ মে নির্দেশ মেনে ফের তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হল সিবিআইকে। সিবিআই-এর সংগ্রহ করা নথি আদালতে পেশের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। মামলায় ৬ অগস্ট দুপুর দুটোয় পরবর্তী শুনানি। এদিকে বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে অভয়ার মায়ের আইনজীবীর তরফে আবেদন জানানো হয়, 'সিবিআই যদি তদন্ত করতে না পারে তাহলে সিআইডি-র কাছে তদন্তভার দেওয়া হোক।' আইনজীবীর তরফে আবেদনে জানানো হয়, 'ইতিমধ্যেই ৩ জনের নাম আমরা জানিয়েছি। আজ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়নি তাঁদের। কোর্ট আমাদের সহযোগিতা করতে বলেছে, আমরা নাম বলে দিচ্ছি। সিবিআই-এর চূড়ান্ত ধারণায় আছে একজনই মূল অভিযুক্ত। বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তদন্ত করছে বলে জানাচ্ছে সিবিআই।' আইনজীবী একটি এভি ক্লিপের বয়ানের উল্লেখ করে বলেন, 'আমাদের কাছে এভি ক্লিপে বয়ান আছে, দেখুন, তাঁরা বয়ানে বলছেন, বডি সিড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছে।' এরপরই আরজি কর মামলায় সিবিআই তদন্ত নিয়ে ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায় কলকাতা হাইকোর্টকে। সিবিআই রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর বিচারপতি শম্পা সরকার প্রশ্ন তোলেন, 'সিবিআই তদন্তে হস্তান্তরে দেরি, তথ্য প্রমাণ বিনষ্ট করার জন্য কারা দায়ী? কারণ এটাও তো একটা অপরাধ।' একইসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'পরিবারের কী অভিযোগ রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। আর কেউ অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে সেটাও তো সিবিআইকে খুঁজে বের করতে হবে।'

বিচারপতির মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, তাঁরা একাধিকবার সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেছেন, পরিবারের সব বক্তব্য শুনে উত্তর দিয়েছেন।

বঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, আগামী সপ্তাহেই বিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরাখণ্ড, গুজরাত এবং অসমের পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি আইন কার্যকর করার পথে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, চলতি বিধানসভা অধিবেশনের আগামী সপ্তাহেই এ সংক্রান্ত বিল পেশ করা হতে পারে। বিলটি বিধানসভায় পাশ হলে উত্তরাখণ্ড, গুজরাত ও অসমের পর পশ্চিমবঙ্গ হবে অভিন্ন দেওয়ানি আইন কার্যকর করা দেশের চতুর্থ বিজেপি-শাসিত রাজ্য। সরকারি সূত্রের দাবি, বিভিন্ন ধর্মের জন্য পৃথক ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক গ্রহণ, উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি বণ্টনের মতো দেওয়ানি বিষয়গুলিতে অভিন্ন আইনি কাঠামো গড়ে তোলাই এই বিলের মূল লক্ষ্য। রাজ্যের সামাজিক বাস্তবতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতামত বিবেচনা করেই বিলের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি।

বাজ-বৃষ্টিতে পিলে চমকাল কলকাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকাল থেকে চাঁদি ফাটা রোদ। দুপুর থেকেই দ্রুত বদলাতে শুরু করে কলকাতার আবহাওয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে কলকাতার আকাশ ছেয়ে যায় ঘন কালো মেঘে। এরপরই ভরদুপুরেই অন্ধকার চারপাশ। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয় তুমুল ঝড়বৃষ্টি। সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাত। মূলত এদিন, কলকাতায় তুমুল ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত হয়। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ বৃষ্টি শুরু হয়। বাঁকুড়া, নদিয়া মেদিনীপুর-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। রীতিমতো দুর্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ইতিমধ্যেই বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

একনাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, স্ট্র্যান্ড রোড, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি চত্বর, সল্টলেক, সেক্টর ৫-সহ একাধিক জায়গায় জল জমে যায় কিছুক্ষণেই। দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণে মুহূর্তেই জল জমে যায় শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালগুলিতে। টানা বর্ষণের জেরে প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত জমে জল। তবে শুধু আরজিকর নয়, জল থইথই শহরের একাধিক হাসপাতাল। এই তালিকা থেকে বাদ যায়ি শহরের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম-ও। কলকাতা জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, দুর্যোগের জেরে যান চলাচলে বিঘ্ন। জলমগ্ন আশুতোষ মুখার্জি রোড, শরৎ বোস রোড, আমির আলি অ্যাভিনিউ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট। এছাড়াও জলমগ্ন আলিপুর রোড, পার্ক স্ট্রিট। অন্যদিকে, সিআর অ্যাভিনিউ, মহাত্মা গান্ধি রোড, এজেসি বোস রোড, কলেজস্ট্রিট, মা ফ্লাইওভার, থিয়েটার রোডে যান চলাচলে বিঘ্ন। ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি নিয়ে সতর্ক প্রশাসন।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার DRIVING LICENSE এ আমার নাম **MIR MOHAMMAD OMAR** এবং পিতার নাম **MIR MOHAMMAD SAFIKUR JAMAN** আছে গত 5-6-26 তারিখে Judicial Magistrate বারাসাত কোর্টে 13826 no এফিডেভিট বলে আমি **MIR MAHAMMAD OMAR S/O MIR MOHAMMAD SAFIQUZZAMAN OMAR** নামে পরিচিত হলাম। **MIR MOHAMMAD OMAR S/O MIR MOHAMMAD SAFIKUR JAMAN** এবং **MIR MAHAMMAD OMAR S/O MIR MOHAMMAD SAFIQUZZAMAN OMAR** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার Driving licence এ আমার নাম **MAHAMMAD FIROZ S/O SK. NUR MOHAMMAD** আছে গত 2-6-26 তারিখে Judicial Magistrate Alipore Court 19019 No এফিডেভিট বলে আমি **SK. MAHAMMAD FIROZ S/O SALEKH NUR MOHAMMAD** নামে পরিচিত হলাম। **MOHAMMAD FIROZ S/O SK NUR MOHAMMAD** এবং **SK MAHAMMAD FIROZ S/O SALEKH NUR MAHAMMAD** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, **Nilanjana Dey Deb**, W/o Debajyoti Dey, Resident of Flat No. 15/3/A2, 49C, Gobindapur Road, Lake Gardens, P.O- Lake Gardens, P.S- Lake, Kolkata - 700045. Do hereby declares that I have changed my name from **Nilanjana Dey Deb** (Old Name) to **Nilanjana Deb** (New Name) and henceforth I shall be known as **Nilanjana Deb** in all Purpose vide an affidavit (No. 22413) sworn before the Judicial Magistrate court at Kolkata on 24/06/2026. **Nilanjana Deb** and **Nilanjana Dey Deb** both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dipok Kumar Das S/o Late Ramesh Chandra Das resident at 80/1/1, Dakshin Pally, Rahara, Khardah (M), North 24 Parganas, West Bengal-700118 do hereby declare that I have changed my name from Dipok Kumar Das to **Dipak Das** and Henceforth, I shall be known as **"Dipak Das"** instead of "Dipok Kumar Das" in all purpose, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur on 15.06.2026. **Dipak Das** & Dipok Kumar Das are same and identical person.

CHANGE OF SURNAME

I, Swapan Kumar Mazumder S/o Baikuntha Kumar Mazumder resident at Shivsakti Apartment, West Pansila P.O. Pansila, P.S. Khardah, Dist-24 Parganas (North), Kolkata-700112 do hereby declare that my son's Passport surname had been written as Majumder in place of Mazumder & aforesaid passport my wife's surname also had been written as Majumder in place of Majumdar. I am swearing this affidavit to correct my surname as Mazumder and my wife's surname as Majumdar in the passport of my son Manosij Mazumder, as declared before the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, Kolkata vide affidavit No. 62053 dated 22.06.2026.

NAME CHANGE

I Smt. Riya Paul D/O Sri Sukumar Chandra Paul, W/O Ashok Dasgupta residing at Prasanna Chatterjee Road, P.O. & P.S.-Sinthi, Kolkata-700111, Dist.- North 24 Parganas do hereby declare that in my Voter Card, PAN a/c Pan Card, [illegible] & Ration Card my name was Riya Paul. But in my Passport my name wrongly written "Riya Paul Dasgupta" instead of my actual name "Riya Paul". "Riya Paul" and "Riya Paul Dasgupta" is the same and one identical person through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court at Barrackpore dt. [illegible]

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬শে জুন, ১১ই আষাঢ় শুক্র বার, দ্বাদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভুত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : গৌর বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। যার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : গুপ্ত শত্রু।পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রু । আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : কৃষ্ণ বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(বসুধাদেব্যার্বিভাব, রাষ্ট্রসংঘ সনদ দিবস, অম্বুবাচী নিবৃত্তি সকাল, ৯/৩৩ মিনিটে)

CHANGE OF NAME

I, Narendar Kaur, W/o. Late Kulwant Singh, R/o. Near Gurudwara, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., do hereby declare that in my present Aadhaar Card where my name has been recorded as Narinder Kaur instead of my actual & original name Narendar Kaur, which has been required to be rectified by dint of this affidavit. I, Narendar Kaur & Narinder Kaur W/o. Late Kulwant Singh both are the same & one identical person vide an affidavit no. 15365, dated 25.06.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 16/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 35 নং এফিডেভিট বলে আমি Dipanwita Kar Sinha ও Dipanwita Sinha W/o. Pijush Kanti Sinha & D/o. Shib Shankar Kar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/08/2024, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 20 নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Dhar S/o. Nanigopal Dhar ও Amit Kumar Dhar S/o. Nanigopal Dhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10412 নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Bardhan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manoj Ranjan Bardhan ও Lt. N. Bardhan সাং ভদ্রেশ্বর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 22.06.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17800 নং এফিডেভিড বলে আমি, Dutta Moumita Satyanarayan, D/o. Satyanarayan Dutta & W/o. Abhijit Kar, R/o. 33/32 Doctors Lane, Motijhil, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে ও ভোটার কার্ডে আমার সঠিক নাম Dutta Moumita Satyanarayan, D/o. Satyanarayan Dutta-এর পরিবর্তে Moumita Dutta D/o. Satyanarayan Dutta এবং আমার প্যান কার্ডে আমার নাম Moumita Dutta D/o. Satyanarayan Kanailal Dutta লিপিবদ্ধ আছে এবং এই এফিডেভিট বলে আমার সকল নথিপত্রে আমার সঠিক নাম লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Dutta Moumita Satyanarayan & Moumita Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 26/02/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 6797 নং এফিডেভিড বলে আমি, Krishnachandra Ghosh S/o. Late Sharat Chandra Ghosh, R/o. Vivekananda Nagar, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Bappa Ghosh) আধার কার্ডে আমার সঠিক নাম Krishnachandra Ghosh-এর পরিবর্তে Krishna Chandra Ghosh এবং আমার আধার কার্ডে আমার নাম Krishnachanrda Ghosh এবং পুত্রের মাধ্যমিক নথিপত্রে (W.B.B.S.E.) আমার নাম Krishna Pada Ghosh লিপিবদ্ধ আছে এবং এই এফিডেভিট বলে সকল নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Krishnachandra Ghosh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Krishnachandra Ghosh, Krishna Chandra Ghosh, Krishnachanrda Ghosh ও Krishna Pada Ghosh S/o. Late Sharat Chandra Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14900 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Safiullah (old name), S/o. Sekh Sahidullah, R/o. Kankrajole, Jejur, Haripal, Hooghly-712405, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sekh Safiullah নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Safiulla (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sekh Safiulla & Sekh Safiullah S/o. Sekh Sahidullah, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক D.O.B. 20.02.1984.

গত 24/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13756 নং এফিডেভিড বলে আমি, Esha Chattopadhyay D/o. Ananta Chattopadhyay, R/o. IP 1/11 HNO.-202, 294 G.T. Road, Mahesh, Serampore, Hooghly-712202, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে আমার সঠিক নাম Esha Chattopadhyay-এর পরিবর্তে Sneha Chattopadhyay লিপিবদ্ধ আছে এবং এই এফিডেভিট বলে আমার ভোটার কার্ডে আমার সঠিক নাম Esha Chattopadhyay লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Esha Chattopadhyay ও Sneha Chattopadhyay D/o. Ananta Chattopadhyay, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

FFID VIT

I, **Sk Safiuddin** S/O Sk Sundar Ali residing at Village- Bagmari Paschim Para, P.O. & P.S.- Budge Budge, Dist.- South 24 Parganas, PIN - 700137 do hereby declare vide affidavit no. 5660 dated 15.01.2020 before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore that my father's real and actual name is Sk Sundar Ali and it is recorded in my Aadhaar, PAN and Ration Card but my father's name has been erroneously entered as Sk Sunder Ali in my Voter ID Card, Driving Licence, Passport, OBC Certificate and documents issued by WBBSE and WBCHSE.Sk Sundar Ali and Sk Sunder Ali i.e. my father is the same and one identical person.

FFID VIT

I, Rupesh Kumar Hasmukhlal Whora S/O Late Hasmukhlal Amichand Whora doing business and resident of 41, Elgin Road, Neelkamal Building, Flat - 5G, 5th Floor, Kolkata - 700020 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public, Kolkata dated 24.06.2026 that my deceased father's correct and actual name is Hasmukhlal Whora which has been recorded in my Aadhaar and PAN Card but in my Passport being no. N7874496, my father's name has been recorded as Hasmukhlal Amichand Whora. Hasmukhlal Whora and Hasmukhlal Amichand Whora i.e. my deceased father is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rupesh Kumar Hasmukhlal Whora S/O Late Hasmukhlal Amichand Whora doing business and resident of 41, Elgin Road, Neelkamal Building, Flat- 5G, 5th Floor, Kolkata-700020 have changed my name and shall henceforth be known as Rupesh Hasmukhlal Whora as declared before the Notary Public, Kolkata dated 24.06.2026.Rupesh Kumar Hasmukhlal Whora and Rupesh Hasmukhlal Whora is the same and one identical person.

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা ১) বিন্দেশ্বর রাই, ২) দেবনারায়ন রাই গত ইং. ০৮.০৬.২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, দলিল নং. I-৫৯১৭/২০২৪ দ্বারা আমাদের বিক্রেতা ১) মন্দিরা ঘোষ এবং ২) অরিন্দম ঘোষ কর্তৃক নিযুক্ত আমমোক্তার নং. I-৫৭৮১/২৪, তাং. ০২.০৬.২০২৪ ডি.এস.আর.-I হুগলী আমমোক্তার গ্রহীতা সঞ্জয় সাউ-এর কাছ থেকে নিম্নবর্নিত জমি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং. ৪, এল.আর. খতিয়ান নং-১৫৫১৮, ১৫৫১৭, এল.আর. দাগ নং.- ২২২৮, জমির পরিমান- ০১ কাঠা ০৭ ছটাক ৩৬ ব.ফু.।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিস-এ যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল গোপাল মন্ডল, পিতা- বাদল মন্ডল, সাং মইলকা, পোঃ দিগনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইং ০৪.০৩.২০১১ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-2740/11 নং দানপত্র দলিল বলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ১২০ নং মইলকা মৌজায় R.S ১৭০ নং ও L.R ২৫ নং খতিয়ানে R.S ও L.R ৬৯ নং দাগে ৩.৩ শতক জমি (১) হরিশ মন্ডল ও (২) শ্যামল মন্ডল, উভয়ের পিতা- বাদল মন্ডল, উভয়ের সাং মইলকা, পোঃ দিগনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত হরিশ মন্ডল ও শ্যামল মন্ডল উক্ত সম্পত্তি গত ইং ০৩.০২.২০০৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-1052 নং বিক্রয় কোবলা দলিল বলে অনুপ জোয়ার্দ্দার দিং দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। অনুপ জোয়ার্দ্দার দিং উক্ত সম্পত্তি গত ইং ২০.০২.১৯৮৬ তারিখের কৃষ্ণনগর DSR অফিসের IV-36/1986 নং আমমোক্তার দলিলবলে অনুভা সরকার দিং দিগরের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল তাহার উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী মানিক সাঁতরা পিতা- মহাদেব সাঁতরা, সাং- কোটালঘাটা, পোষ্ট- কুশবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৩১৬, হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার অধীনে ১০৭ নং জে. এল. ভুক্ত কোটালঘাটা মৌজায় এল আর - ১০৪ ও ৪৯৩/১ নং খতিয়ানে লিখিত অর. এস- ২০ নং দাগ হইতে আগত এল আর ২২ নং দাগে (০.৫০ ও ০.৮০ শতক) মোট ১.৩০ শতক ডাঙা সম্পত্তি যাহা শ্রী আসিক হোসেন খাঁন, রাকিব হোসেন খান, রোজিনা বেগম মল্লিক (০.৫০ শতক) ও শ্রীমতী ললিতা পারাল, ফাল্গুনী পল্লে, শর্মিলা পাজা (০.৮০ শতক) উক্ত বিক্রেতাগনের পক্ষে আমমোক্তার শ্রী সুমন্ত কুমার ঘোষ ও প্রদীপ পারাল (আমমোক্তার নামা নং- ৭০৭৮, ইংরাজী ১১/১২/২০২৩ তারিখে এবং ৪০৯৫, ইংরাজী ১৪/০৭/২০২৩ তারিখে যাহা A.D.S.R ULUBERIA অফিসে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল) ঐ দুটি আমমোক্তার মূলে শ্রী সুমন্ত কুমার ঘোষ ও প্রদীপ পারাল মহাশয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া উপরি উল্লেখিত মোট ১.৩০ শতক ডাঙা সম্পত্তি আমার মক্কেল শ্রী মানিক সাঁতরা মহাশয়াকে ০৮৪৭ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা পত্র দ্বারা বিক্রয় করিয়া দেন যাহা A.D.S.R ULUBERIA অফিসে গত ইংরাজী ০৮/০২/২০২৪ তারিখে হইয়াছিল। উক্ত সম্পত্তি শ্রী মানিক সাঁতরা মহাশয়া পূর্বতন মালিকের নাম খারিজ করিয়া নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য B. L & L.RO ULUBERIA- I অফিসে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে B. L & L.RO ULUBERIA - I অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অনাদ্রী শেখর মণ্ডল, আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমার মক্কেল শ্রীমতী শিবানী দাস, স্বামী - শ্রী আকাশ দাস, সাকিম - মোগলটুলি হরিজন পল্লী, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০১, গত ইং ১৯/৯/২০২৫ তারিখে এ. ডি. এস, আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০৩১২২৯৮/২০২৫ নং দলিল মূলে, শ্রী তড়িৎ বারিদ রায় ওরফে তড়িৎ রায়, পিতা - স্বর্গীয় বারিদ বরণ রায়, সাং- পার্বতী রায় লেন, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০১, মহাশয়ের স্বত্বদখলীয়, থানা ও মৌজা - চুঁচুড়া, এল. আর ১০৪৩২ দাগের, এল. আর. ১৩৭, ২০৫৪, ৩৩১২, ৫১৭০, ৭০৩৭, ৯০৪১, ৯০৪২, ৯০৪৩, ও ৯০৪৪ নং খতিয়ানের সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১১/০৭/২০২৪, তারিখে জয়েন্ট সাবরেজিষ্ট্রার, ক্লাস - হাভেলী - ১১, পুনে মহারাষ্ট্র অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২৪ সালের ৪/১১৫৪৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে তাহার নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী বিদ্যুৎ রায়, পিতা - স্বর্গীয় বারিদ বরণ রায়, সাকিম - পার্বতী রায় লেন, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০১, মহাশয়ার মাধ্যমে খরিদ করিয়া নিজ নামে মিউটেশনের জন্য বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. চঁচড়া-মগরা ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন । আমার মক্কেলের উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে খরিদা সম্পত্তি, তাহার নাম পত্তন সম্পর্কে কাহারও যদি আপত্তি থাকে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে ১ মাস সময়ের মধ্যে উপযুক্ত অফিসে বা আদালতে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে । অন্যথায় আইন মাফিক কার্য করা হইবে ।

শিশির সাহা (এ্যাডভোকেট)
হুগলী জজ আদালত, চুঁচুড়া।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

৩০ জুন চালু হচ্ছে 'প্যালিওইন্ডিয়া' পোর্টাল, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ও ভূপেন্দ্র যাদব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় অবস্থিত জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই)-এর ১১১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে দেশের জীবাশ্ম ঐতিহ্যকে বড় পরিসরে তুলে ধরতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধরতে চালু হতে চলেছে 'প্যালিওইন্ডিয়া পোর্টাল'। আগামী ৩০ জুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব যৌথভাবে এই পোর্টালের উদ্বোধন করবেন।

জেডএসআই এবং চেন্নাইয়ের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাসটেইনেবল কোস্টাল ম্যানেজমেন্টের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই পোর্টালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া প্রাণীজ জীবাশ্মের তথ্য একত্রিত করা হয়েছে। জেডএসআই সূত্রের দাবি, এটি ভারতের জীবাশ্ম-সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডারকে গবেষক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করে তুলবে।

জেডএসআই-এর অধিকর্তা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রিয়েল-টাইম তথ্য আপডেট ব্যবস্থাসম্পন্ন এই পোর্টালে দেশের ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জীবাশ্ম সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি, মাছ, উভচর-সহ বিভিন্ন শ্রেণির ৫ হাজারেরও বেশি নমুনার তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

একই অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে 'অ্যানিম্যাল ডিসকভারিজ, ২০২৫' এবং 'প্ল্যান্ট ডিসকভারিজ, ২০২৫' শীর্ষক প্রতিবেদন। নতুন প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিও প্রকাশ্যে আনা হবে।

এদিকে, ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে 'অ্যানিম্যাল ট্যাক্সোনমিক সামিট-২০২৬'। তার আগে ২৯ জুন শেষ হবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রথাগত জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় নিয়ে আয়োজিত ১১১ ঘণ্টার হ্যাকাথনের চূড়ান্ত পর্ব। জেডএসআই-এর দাবি, গবেষণা, সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য বিষয়ক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে এই উদ্যোগ নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় সৌমিলি মৈত্র আঞ্চলিক শীর্ষস্থান অধিকারী

ওড়িশা: কটকের সাই ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল (এসআইআরএস) অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) কর্তৃক পরিচালিত উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের পর, হিউমানিটিজ বিভাগের ছাত্রী সৌমিলি মৈত্র ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ছত্তিশগড় জুড়ে সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা ২০২৬-এ রিজিওনাল টপার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

কলকাতার বাসিন্দা সৌমিলি ৯৯.১০ নম্বর পেয়েছেন। তাঁর অসামান্য সাফল্য, পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় তার রাজ্যকে গর্বিত করেছে সঙ্গে আগামীদিনে আরও পড়ুয়াকে উৎসাহ প্রদান করবে?

সাই ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল (এসআইআরএস) ২০২৬ সালের সিবিএসই কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং স্কুল ৮৯.৪ শতাংশ গড় নম্বর অর্জন করেছে। ২৬.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ৯৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে এবং ৪৯.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে।

সৌমিলির এই অসামান্য সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সাই ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারপার্সন ডঃ শিল্পী সাহু বলেন, সৌমিলির এই অর্জন সমগ্র সাই পরিবারের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তাঁর নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং শেখার প্রতি অনুরাগই এই অসাধারণ সাফল্যের মূল কারণ। আমরা তাঁকে, তার বাবা-মাকে এবং তার শিক্ষকদের এই যোগ্য সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং তাঁর ভবিষ্যতের সকল প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উৎকর্ষ কামনা করি।

এবিষয়ে সৌমিলি বলেন, এই ফলাফলের জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ। সাই ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে আমার যাত্রা সত্যিই আমূল পরিবর্তনকারী ছিল। আমার শিক্ষকদের অবিরাম নির্দেশনা, সুসংগঠিত শিক্ষাগত সহায়তা এবং উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ আমাকে আমার প্রস্তুতি জুড়ে মনোযোগী ও আত্মবিশ্বাসী থাকতে সাহায্য করেছে। আমি আমার বাবা-মা, শিক্ষক এবং পুরো স্কুলের কাছে কৃতজ্ঞ, যারা আমাকে সবসময় আমার সেরাটা দিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই অর্জন যতটা আমার, ততটাই তাদেরও।

১ জুলাই থেকে শিয়ালদহর ৮ স্টেশনে রিজার্ভেশন কাউন্টার বন্ধ, বাড়ছে ডিজিটাল ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: রেলের সংরক্ষিত টিকিট কাটতে স্টেশনের কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনের ছবি দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের পথেই আরও এক ধাপ এগোল পূর্ব রেল। আগামী ১ জুলাই থেকে শিয়ালদহ বিভাগের আটটি স্টেশনে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার।

পূর্ব রেল সূত্রের খবর, আগরপাড়া, টিটাগড়, জগদ্দল, বিরাটি, অশোকনগর রোড, মছলন্দপুর, ঢাকুরিয়া এবং নিউ আলিপুর স্টেশনে ৩০ জুন পর্যন্ত সংরক্ষিত টিকিট কাটা যাবে। তার পর আর কাউন্টার থেকে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে না।

ঢাকুরিয়া স্টেশনের এক নিয়মিত যাত্রীর কথায়, এখন বেশিরভাগ টিকিট মোবাইলেই কাটা হয়। তবে বয়স্কদের জন্য কাউন্টার বন্ধ হওয়া কিছুটা অসুবিধার হবে। আবার অন্য এক যাত্রী বলেন, অনলাইন বুকিংয়ের যুগে এই সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিকল্প সহায়তা ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পূর্ব রেল এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কারণ জানায়নি। তবে যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান অনলাইন নির্ভরতা এবং কাউন্টারে টিকিট বিক্রির হার কমে যাওয়াই এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কারণ বলেই মনে করছেন নিত্যযাত্রীরা।

অসামাজিক কার্যকলাপ দমনে নতুন আইন

ভাঙচুরে ক্ষতিপূরণ আদায়ে ক্লেমস কমিশন গড়ছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আরও কড়া অবস্থান নিতে এবং দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ কিংবা ভাঙচুরে জন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির দায় নির্দিষ্ট করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে বিধানসভায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনছে রাজ্য সরকার। আগামী সোমবার পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০২৬ এবং পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রস্তাবিত প্রথম বিলটিতে 'অসামাজিক কার্যকলাপ'-এর পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি, আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা, বেআইনিভাবে জমি বা সম্পত্তি দখল, সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতি, বেআইনি খনি, বালি বা বনজ সম্পদ লুঠ, অস্ত্র, মাদক, বিস্ফোরক কিংবা সংঘবদ্ধ অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

রাজ্য সরকার বা অনুমোদিত আধিকারিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে এধরনের ঘটনায় ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলকভাবে সর্বোচ্চ একবছর আটক করার ক্ষমতাও রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া ও হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করে তার মতামতের ভিত্তিতেই সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জেলা শাসক বা পুলিশ কমিশনারকে সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে কোনও এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, জনশৃঙ্খলা রক্ষা (সংশোধনী) বিলে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য 'ক্লেমস কমিশন' গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই কমিশন সরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং দোষীদের কাছ থেকে সেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশ দিতে পারবে। সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির মালিক, এমনকী বৈধ দখলদারও কমিশনের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন। ক্ষয়ক্ষতির তদন্তে কমিশন প্রয়োজনে মূল্য নির্ধারক, বিশেষজ্ঞ বা সরকারি আধিকারিকদের সাহায্য নিতে পারবে। কমিশনের নির্দেশে অভিযুক্তের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অ্যাটাচ করার ক্ষমতাও থাকবে। ক্ষতিপূরণ না দিলে তা ভূমি রাজস্ব বকেয়ার মতো আদায় করা হবে।

বিলে আরও বলা হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির জন্য কেবল প্রত্যক্ষ অভিযুক্তই নয়, যারা উসকানি দিয়েছেন, পরিকল্পনা করেছেন, সংগঠিত করেছেন বা আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও দায় নির্ধারণ করা যাবে। জনসম্পত্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতিও ক্ষতিপূরণের আওতায় থাকবে। এমনকী আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে, তাও ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে ধার্য করার সুযোগ রাখা হয়েছে। বর্তমান আইন এই ধরনের অপরাধ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত নয় বলেই সরকারের মত। সেই কারণেই জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এই নতুন আইনি কাঠামো আনা হয়েছে।

হাওড়ায় 'জনগণনা'-র জোরদার প্রস্তুতি, তিন দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আসন্ন জনগণনার কাজকে নির্ভুল ও নির্বিঘ্ন করতে হাওড়া জেলায় প্রশাসনিক প্রস্তুতি একধাপ এগোল। তিন দিনব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল জনগণনা পরিচালনার রূপরেখা ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কাজের কৌশল। প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া এক আধিকারিকের কথায়, শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, তথ্যের নির্ভুলতা ও দ্রুত ব্যবস্থাপনাই এবার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই কর্মশালা সেই প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। নতুন কালেক্টরেট ভবনের সভাকক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে চার্জ অফিসার, অতিরিক্ত চার্জ অফিসার এবং প্রযুক্তিগত দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা অংশ নেন। জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের পাশাপাশি জনগণনা দপ্তরের বিশেষজ্ঞরাও বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, তদারকি ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সমস্ত স্তরের সমন্বয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। পাশাপাশি হাতে-কলমে প্রদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজের প্রস্তুতিও যাচাই করা হয়।

বাংলায় উদ্যোগ শিল্পকে চাঙ্গা করতে সমাবেশ

কলকাতা: ২১ জুন ওয়ে ব্যাক হোম একটি অপরচুনিটি ভেঞ্চারস-এর উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত হয়েছিল সমাবেশের। যেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কলকাতার বেশ কিছু ব্যবসায়ী, অপারেটার্স, উদ্যোগপতি। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল -বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাংলায় উদ্যোগ শিল্পকে শক্তিশালী করে তোলা। অপরচুনিটি ভেঞ্চারস-এর পার্টনার সিএ শান্তনু জৈন উল্লেখ করেন যে, তিনটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিলে বাংলার স্টার্টআপ পরিমণ্ডল শক্তিশালী হবে, যা হল— মূলধন, বাজার সুবিধা এবং প্রতিভা।

কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন

রাস্তার কাজ বন্ধ করালেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পালিশগ্রাম থেকে কাঁকড়া হয়ে মাজিগ্রাম খেলার মাঠ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার কাজের অনুমতি দিয়েছিল জেলা পরিষদ। সেই কাজ বিধানসভা ভোটের আগে শুরু হয়। ভোট পর্ব চলার সময় কাজ বন্ধ থাকলেও, ভোট পর্ব মিটতেই সেই কাজ শুরু হয় মঙ্গলকোটের পালিশগ্রামে। কিন্তু কাজের গুণগত মান খারাপ হচ্ছে বলে, সেই কাজ বন্ধ করে দেয় গ্রামের মানুষজন। গ্রামের বাসিন্দা পুষীনিশ হাজরা জানান, যে সিমেন্ট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তার নামই কোনও দিন শোনেন নি তারা। সমস্ত মালের গুণগত মান খুবই খারাপ। কাজের বরাতে কাজ করার কথা প্রায় ৭ ইঞ্চি, কিন্তু কাজ হচ্ছে ৩ ইঞ্চি মতো। তাই গ্রামের মানুষ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে দাবি সকলের। তারা চাইছেন, বিধায়ক ও জেলা পরিষদের যিনি ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, তিনি কাজটি খতিয়ে দেখুক।

পুরবোর্ড ভেঙে দিতেই বাঁকুড়া পুরসভা শুদ্ধিকরণ করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুরপ্রধান আগেই পদত্যাগ করেছিলেন। গতকাল রীতিমত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় পুরসভার বোর্ড। পুরসভার ক্ষমতা থেকে তৃনমূল সরতেই এবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুরসভা শুদ্ধিকরণ করল বিজেপি। ঘটনা বাঁকুড়া পুরসভার। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর থেকেই তৃণমূল পরিচালিত বাঁকুড়া পুরসভার ভবিষ্যত নিয়ে শুরু হয় চাপানউতোর। এরই মাঝে গত ১০ জুন বাঁকুড়ার পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে উপপুরপ্রধান-সহ তৃণমূলের মোট ১৬ জন কাউন্সিলর। শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে গত ১৭ জুন পুরপ্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেন অলকা সেন মজুমদার। তারপর থেকে উপ পুরপ্রধান হীরালাল চট্টরাজ চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে পুরসভা পরিচালনা করছিলেন। গতকাল রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর বাঁকুড়া পুরসভার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বদলে পুরসভার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হাতে। পুরসভা তৃণমূল মুক্ত হতেই আজ বাঁকুড়া পুরসভায় গিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুরসভা শুদ্ধিকরণ করেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি কর্মীদের দাবি, গত ১৫ বছর ধরে কার্যত গায়ের জোরে পুরসভা দখল করে রেখে ব্যাপক বেনিয়ম ও দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। সাধারণ নাগরিকেরা পরিসেবা পাননি। আগামীদিনে পুর পরিসেবা আরও সুলভ করার উদ্দেশ্যে এবার সেই পুরসভা শুদ্ধিকরণ করা হল।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৬ জুন ২০২৬, ১২ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার

‘জরুরি অবস্থা ছিল গণতন্ত্রের উপর আঘাত’ সংবিধান হত্যা দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জরুরি অবস্থার ৫১ বছর পূর্তিতে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ উপলক্ষে গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার এক্স-এ করা পোস্টে তিনি ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থাকে ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সেই সময় দেশের সাংবিধানিক কাঠামো গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল এবং রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী ও সাংবাদিকদের কারাবন্দি করা হয়েছিল। তাঁর আরও বক্তব্য, গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তখন পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিল।

তবে সেই কঠিন সময়েও সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ ও সাহসিকতার কথা তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পোস্টে তিনি বলেন, বহু নাগরিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার লড়াইয়ে আপস করেননি। তাঁদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম আজও দেশের মানুষের কাছে প্রেরণা।

সংবিধানকে দেশের ১৪০ কোটির বেশি মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষায় নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে সামনে রেখেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, জরুরি অবস্থার স্মৃতি ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে যে বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের এই বার্তাও তারই অংশ। গণতন্ত্র ও সংবিধানের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতেই শাসক শিবিরের এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

মালদার মোথাবাড়ি-কাণ্ডে এনআইএর হাতে গ্রেপ্তার কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের গাড়িতে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরী ওরফে বাবু চৌধুরী। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার বিকেলে সায়েমকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। এসআইআর চলাকালীন বিচারকদের গাড়িতে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় এই কংগ্রেস প্রার্থীকে।

এরপর কলকাতায় এনআইএ-র শাখা দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। এনআইএ-র দাবি, গত ১ এপ্রিল মালদহের কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের বেআইনিভাবে আটকে রাখার ঘটনায় সায়েম চৌধুরী অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত। পাশাপাশি ঘটনার আগের দিন বিডিও অফিসের সামনে সায়েম চৌধুরী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন, যাতে মানুষকে সহিংস বিক্ষোভে অংশ নিতে উসকানি দেওয়া হয় বলেও এনআইএ-র দাবি।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে, এসআইআরের কাজে নিযুক্ত বিচারকদের মালদার মোথাবাড়িতে ঘেরাও এবং তাঁদের গাড়ির উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ। ইতিমধ্যেই এই তদন্তে ৭২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। চার্জশিটও দেওয়া হয়েছে ৩১ জনের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, এসআইআর বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল মালদার মোথাবাড়ি। বিক্ষোভে দীর্ঘক্ষণ বিডিও অফিসে আটকে পড়েন সাত জন বিচারক। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে

তাঁদের উদ্ধার করে। এই ঘটনায় মূল চক্রী হিসেবে আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলাম-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টও এনআইএ তদন্তেরই নির্দেশ দেয়। মোথাবাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজ্য পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার করেছিল মোথাবাড়ির আইএসএফ প্রার্থী শাহজাহান আলি কাদরিকে। পরে এনআইএ তাঁকে হেপাজতে নেয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটও পেশ করে। আইএসএফের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা গোলাম রব্বানিকেও এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করে তদন্তকারী সংস্থা। এপ্রিল মাসে এনআইএ তদন্তভার নেওয়ার পর সায়েমকে কালিয়াচক থানায় ডেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তকারীদের ইঙ্গিত, তখন সায়েমের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ ছিল না তাঁদের হাতে। পরবর্তী সময়ে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ হাতে আসার পরেই ফের তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতায় তলব করা হয় এবং পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি স্বাভাবিক, কমছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির প্রেক্ষিতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেওয়া হল। সূত্রের খবর, নির্বাচন-পরবর্তী সম্ভাব্য হিংসা ও অশান্তি মোকাবিলার জন্য এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। বুধবার থেকে সেই সংখ্যা কমিয়ে ১৫০ কোম্পানি করা হয়েছে।

নতুন ব্যবস্থায় গোটা রাজ্যজুড়েই এই ১৫০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। কলকাতার জন্য রাখা হয়েছে ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, আর হাওড়ার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৬ কোম্পানি।

সূত্রের খবর, বাহিনী প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে নবান্ন থেকেও। প্রশাসনের মূল্যায়ন, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার আর প্রয়োজন নেই। তবে সংবেদনশীল এলাকা এবং রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর জেলাগুলিতে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি বজায় থাকবে। পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তারা। প্রয়োজনে ফের বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোরও সুযোগ রাখা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বাহিনী কমানোর সিদ্ধান্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক পরিস্থিতির বার্তা দিলেও বিরোধী শিবির বিষয়টি নিয়ে নজর রাখছে। কারণ ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং নিরাপত্তা ইস্যু এখনও রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে রয়েছে।

জগদ্দল বিধানসভার মামুদপুর পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামীকে গ্রামে ঘোরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি, হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়াঙ্কা মালাকারের স্বামী সুরঞ্জন মালাকার। ধৃত সুরঞ্জন তৃণমূলের মামুদপুর অঞ্চল যুব সভাপতি ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত ১৭ জুন রাতে শিবদাসপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। পরদিন আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় জনরোষের শিকার হন ধৃত এই তৃণমূল নেতা। পুলিশি হেপাজতে থাকাকালীন বৃহস্পতিবার মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিয়াগড় মোড় থেকে রামচন্দ্রপুর হাট পর্যন্ত তাঁকে ঘোরানো হয়। পরে তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালায়। বকুলা মাল নামে এক বিজেপি কর্মী এদিন একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বকুলা দেবীর অভিযোগ, ২০২২ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে সুরঞ্জন মালাকারের দলবল বাড়িতে গিয়ে তাকে হুমকি দিয়েছিল। এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় দলীয় বুথ লেভেল এজেন্টের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘোরায় তাঁকে ধমক-চমক দেওয়া হয়েছিল। ব্যারাকপুর-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষ বলেন, প্রিয়াঙ্কা মালাকার পঞ্চায়েতের প্রধান। অথচ তাঁর স্বামী বকলমে পঞ্চায়েত চালাতেন।

তারাতলা-কাণ্ডে যাঁদের গাফিলতি, তাঁরা আইনের হাত থেকে পার পাবেন না: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউন ধসের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে প্রবীণ বিজেপি নেতা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তদন্তে যাঁদের গাফিলতি বা দুর্নীতির ভূমিকা সামনে আসবে, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

তারাতলা দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শমীক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মানবিক রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনার নেপথ্যে নির্মাণ সংক্রান্ত অনিয়ম বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

শমীক আরও বলেন, এত মানুষের প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাই তদন্তের ভিত্তিতে দায় নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, নতুন সরকার এই ধরনের ঘটনায় শূন্য সহনশীলতার নীতি নিয়েই এগোচ্ছে। এদিন তৃণমূল আমলের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গেও সরব হন শমীক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, বিগত সরকারের সময়ে এত স্তরে দুর্নীতির অভিযোগ জমেছে যে সবকটি মামলার নিষ্পত্তি করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। তবে কোনও অভিযোগই ধামাচাপা দেওয়া হবে না বলে দাবি করেন তিনি।

এর আগে অসুস্থ বিজেপি নেতা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন শমীক ভট্টাচার্য। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারাতলা বিপর্যয়কে ঘিরে যখন তদন্ত জোরদার হচ্ছে, তখন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের এই মন্তব্য রাজনৈতিক চাপ আরও বাড়াল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সুমিতের আগাম জামিনের আর্জি খারিজ আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যে সুমিত রায়কে খুঁজতে কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিল পুলিশ, সেই সুমিত রায় আদালতের শরণাপন্ন হয়েও কোনও স্বস্তি পেলেন না। পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতেই মিলেছে সমিত রায়ের শেষ টাওয়ার লোকেশন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি সুমিতকে। এরপই তাঁর আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতের আগাম জামিনের আর্জি আগেই জানানো হয়েছিল হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার ছিল সেই মামলার শুনানি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী সোমবার হলফনামা আকারে যাবতীয় তথ্য জমা দিতে হবে আদালতে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এক ব্যক্তি জমি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শালবনি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার ভিত্তিতেই সুমিতের খোঁজ চলছে। অভিযোগ, জমি দেওয়ার কথা বলে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন সুমিত রায়। তারপর আর কোনও জমি দেননি। এভাবে জাল দলিল বা ডিড বানিয়ে অনেকের কাছ থেকেই টাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, ‘এটা মাত্র একটা ঘটনা নয়। ৩০০টা প্লট। একাধিক ব্যক্তি জড়িয়ে আছে।

একজনের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে।’

মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, তৃণমূলের পার্টি অফিস, জেনারেল সেক্রেটারির বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে সুমিতকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। টাকা নিয়ে থাকলে সুমিতের যাবতীয় ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখা হোক বলে দাবি করেন আইনজীবী। এদিকে পাশাপাশি সরকারি আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল এও জানান, মূল অভিযুক্তের কাছে টাকা যেত। অভিযুক্তের বাড়ি থেকে জাল ডিড পাওয়া গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, জমি দুর্নীতির মামলায় আগেই মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সেই সুজয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেই সুমিতের নাম উঠে আসে বলে খবর। সুজয়ের সঙ্গে মিলেই জমি দুর্নীতির টাকা নিতেন বলে অভিযোগ সুমিতের বিরুদ্ধে।

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এবার জোড়া অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জোড়া অভিযোগ। জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই দুই অভিযোগ দায়ের হওয়ার পাশাপাশি তাঁর আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের নামও রয়েছে এই অভিযোগে। এছাড়াও স্থানীয় তৃণমূলের নামও রয়েছে এই অভিযোগের তালিকায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, ডায়মন্ড হারবার থানায় দুটি পৃথক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সরিষার ২ বিজেপি নেতা ডায়মন্ড হারবার থানায় এই দুই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ২০১৯ ও ২০২২ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ করেন ওই ২ বিজেপি নেতা। অভিযোগ, মারধর করা হয়ে তাঁদের। এছাড়াও বাড়ি, দোকান ও গুদামে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগও করেন তাঁরা।

ওই দুই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, অতীতে যখন তাঁরা অভিযোগ করতে গিয়েছেন, তখন থানায় তাঁদের অভিযোগও দায়ের করতে দেওয়া হয়নি। সরিষার বাসিন্দা প্রবীর হালদার ও অশোক বর্মন নামের ২ বিজেপি নেতা এই অভিযোগ করেছেন। ২০২২ সালে অশোক বর্মন ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, ২০২২ সালে ভোট পরবর্তী সময় তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয় ও তাঁকে মারধর করা হয়। এছাড়াও তাঁর ব্যবসার জায়গায় অর্থাৎ মাছের আড়ত ও

গুদামে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। সেই সময় থানায় এলেও তাঁর অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ করেছেন অশোক বর্মন। অন্যদিকে, সমাজসেবী ও বিজেপি সমর্থক প্রবীর হালদারের অভিযোগ ২০২২ সালে কোভিডের মধ্যে তিনি ত্রাণ বিলি করছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে। কিন্তু সেই সময় ত্রাণ বণ্টনে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব বাধা দেয় তাঁকে। প্রবীর হালদারকে বলা হয়, ত্রাণ দিতে হলে তাঁদের মাধ্যমেই দিতে হবে। এই ঘটনায় এই দুই ব্যক্তি অর্থাৎ, প্রবীর হালদার ও অশোক বর্মন ডায়মন্ড হারবার থানায় দুটো আলাদা আলাদা অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগপত্রে নাম রয়েছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় সহ ব্লক নেতৃত্বের। অভিযোগ জানানোর সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববিও।

পুরভোটের আগে নির্বাচন কমিশনে নতুন মুখ, দায়িত্বে আসছেন কৃষ্ণ গুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে স্থানীয় নির্বাচনগুলির প্রস্তুতি যখন ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে, ঠিক সেই সময় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ পদে আনা হচ্ছে প্রবীণ আমলা ড. কৃষ্ণ গুপ্তকে। নবান্নের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বর্তমান দায়িত্ব থেকে অবসরের পরই তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কাজ শুরু করবেন।

প্রশাসনিক মহলের এক আধিকারিক বলেন, আগামী কয়েক মাসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া রয়েছে। সেই কারণে কমিশনের নেতৃত্বে শূন্যতা দীর্ঘদিন রাখা সম্ভব ছিল না।

বর্তমানে সমবায় দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হিসেবে কর্মরত কৃষ্ণ গুপ্ত দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাঁর নিয়োগে রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়েছেন বলে সরকারি সূত্রে জানান হয়েছে।

এই পদে আগে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা। তাঁর অবসরের পর কমিশনের শীর্ষপদ কার্যত খালি ছিল। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দু'মাসের মধ্যেই সেই শূন্যস্থান পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রশাসনিক সূত্রের মতে, এই নিয়োগের তাৎপর্য শুধু একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চলতি বছরের শেষদিকে কলকাতা-সহ একাধিক পুরসভার নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ভোট পরিচালনাকারী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে স্থায়ী মুখ আনা জরুরি ছিল। নির্বাচন কমিশনের কাজ শুধু ভোটের দিন পরিচালনা নয়; ভোটার তালিকা, নির্বাচনী সূচি, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তিও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ফলে কৃষ্ণ গুপ্তর সামনে প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে আসন্ন পুরভোটকে কেন্দ্র করে কমিশনের প্রস্তুতি ও নিরপেক্ষতা নিয়ে আস্থা বজায় রাখা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দুর্নীতির শ্বেতপত্র থেকে নতুন শিল্পনীতি, একগুচ্ছ ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

বাজেট বিতর্কে আংশিক সমর্থন বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভায় বাজেট বিতর্কের জবাবি ভাষণে পূর্ববর্তী সরকারের আমলের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে আগামী দিনে প্রতিটি দপ্তরের *‘শ্বেতপত্র’ প্রকাশের ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি জানান, প্রতিটি দপ্তর পৃথকভাবে জানাবে কোথায় কী ধরনের অনিয়ম হয়েছে, কেন প্রকল্পগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল, নিয়োগে কোথায় দুর্নীতি হয়েছে এবং কীভাবে আর্থিক অব্যবস্থাপনার ফলে রাজ্যের ঋণের বোঝা বেড়েছে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক ও মহালেখা পরীক্ষকের রিপোর্টও জনসমক্ষে আনা হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, বাজেট বিতর্কে বিরোধী বিধায়কদের বক্তব্যেই অতীতের একাধিক অনিয়ম উঠে এসেছে। মালদা বিমানবন্দর, শিল্পপার্ক, কলকাতার জলাভূমি, ভুয়ো তফসিলি জাতি ও উপজাতি শংসাপত্র, সাইবার অপরাধ থেকে সুন্দরবনের উন্নয়ন; বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতেই দপ্তরভিত্তিক শ্বেতপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর আগে বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেটের একাধিক ইতিবাচক দিকের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মোট ব্যয়ের বড় অংশ বেতন, ভাতা ও পেনশন খাতে চলে যাওয়ায় উন্নয়নমূলক খাতে বরাদ্দ বাড়াতে রাজস্ব বৃদ্ধির সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। আইসিডিএস কর্মীদের সম্মানিক বৃদ্ধি, চা বাগানের ল্যান্ড সিলিং ৩০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত এবং চা পর্যটনের সম্ভাবনাকে তিনি সমর্থন জানালেও পর্যটন খাতে আরও বরাদ্দ, প্যারা-টিচার ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণ এবং প্রাক্তন বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধির দাবিও তোলেন। তাঁর বক্তব্য, বাজেটের বেশ কিছু পদক্ষেপ সঠিক দিশায় হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন।

জবাবি ভাষণে অর্থমন্ত্রী বিরোধী দলনেতার একাধিক পরামর্শকে ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি একগুচ্ছ নতুন ঘোষণাও করেন। স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষকদের মাসিক পারিশ্রমিক ২ হাজার টাকা এবং ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কর্মরত ভোকেশনাল শিক্ষকদের সম্মানিক ২ হাজার টাকা বাড়ানোর ঘোষণা দেন। কালিয়াগঞ্জে একটি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ও একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের কথাও জানান তিনি।

তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের প্রেক্ষিতে ২০০ সদস্যের একটি বিশেষ প্রশিক্ষিত দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী গঠনের কথাও ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। পাহাড়, সুন্দরবন এবং রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় এই বাহিনী মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি সন্দেশখালিতে একটি মহিলা থানা তৈরির কথাও জানান তিনি। শিল্প ও বিনিয়োগে জোর দিয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, পুজোর আগেই নতুন শিল্প প্রণোদনা নীতি, স্টার্টআপ নীতি, গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার নীতি, ক্লাউড কিচেন নীতি, টি-ট্যুরিজম নীতি, ক্রীড়াবিদদের চাকরি সংক্রান্ত নীতি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মিশন নীতি প্রকাশ করা হবে। তাঁর দাবি, এই নীতিগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথ আরও প্রশস্ত হবে। বিরোধীদের সংখ্যালঘু বরাদ্দ কমানোর অভিযোগও খারিজ করেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বরাদ্দ নয়, প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতেই এবার আর্থিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়, সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য বলেও তিনি দাবি করেন। ভাষণের শেষে তিনি বিধানসভার কাছে বাজেটটি গ্রহণের আবেদন জানিয়ে বলেন, এই বাজেটই আগামী দিনের ‘নতুন বাংলা’ গঠনের ভিত্তি। এর আগে বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেটের একাধিক ইতিবাচক দিকের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মোট ব্যয়ের বড় অংশ বেতন, ভাতা ও পেনশন খাতে চলে যাওয়ায় উন্নয়নমূলক খাতে বরাদ্দ বাড়াতে রাজস্ব বৃদ্ধির সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। আইসিডিএস কর্মীদের সম্মানিক বৃদ্ধি, চা বাগানের ল্যান্ড সিলিং ৩০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত এবং চা পর্যটনের সম্ভাবনাকে তিনি সমর্থন জানালেও পর্যটন খাতে আরও বরাদ্দ, প্যারা-টিচার ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণ এবং প্রাক্তন বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধির দাবিও তোলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অপর ব্লকের নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, দীর্ঘদিনের আর্থিক সংকট এবং ঋণের বোঝা সত্ত্বেও বর্তমান বাজেটে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, আরও আগে ডিএ ঘোষণা করা গেলে সরকারি কর্মচারীরা উপকৃত হতেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো খাতে সরকারের ধারাবাহিক বিনিয়োগের পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। দু'দিনে ৭০ এর বেশি বিধায়ক বাজেট বিতর্কে অংশ নেন। আলোচনার শেষে ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের বাকি আট মাসের বাজেট প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়।

সম্পাদকীয়

কাটমানি-তোলাবাজি রোগ নির্মূল করতে অবশেষে আসছে কড়া দাওয়াই

বংলায় দুর্নীতিবাজদের কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে। সৌজন্যে রাজ্যের বিজেপি সরকার। আসছে এবার কড়া দাওয়াই। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে গত কয়েক বছরে তোলাবাজি থেকে কাটমানির অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই রাজ্য। কিন্তু সব কিছুরই একটা শেষ আছে। পালাবদলের পর এবার সেই কাজটাই শুরু করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। তোলাবাজ, কাটমানিখোরের মতো দুর্নীতিবাজদের আচ্ছা করে 'টাইট' দিতে এবার কঠোরতম আইন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই ঘোষণা করেছিলেন আগামী ২৫ জুন বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের শেষদিন এই বিল আনা হতে পারে। পরে তা পরিবর্তন করে ২৯ জুন চূড়ান্ত হয়েছে। দুর্নীতি বিরোধী এই বিলে কী কী থাকবে তা এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। কিন্তু যেটুকু জানা যাচ্ছে, এই বিলে দুর্নীতিবাজদের জন্য থাকছে দীর্ঘমেয়াদী ও কড়া দাওয়াই। বিলে দুর্নীতিগ্রস্তদের শুধু জেল, জরিমানাই নয়, তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সংস্থানও থাকতে চলেছে বলেই খবর। নয়া আইনে দুর্নীতিবাজদের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি নিলাম করতে পারবে রাজ্য সরকার। এই বিলে যতটা সম্ভব কড়া ধারা রাখতে চান মুখ্যমন্ত্রী, যাতে দুর্নীতি করার আগে কেউ তা নিয়ে দশবার ভাববে। এছাড়া বিলে আরও কিছু কড়া দাওয়াই রাখা হচ্ছে। আপাতত সরকারের আইন দফতর পুরো বিষয়টি তদারক করছে। কিন্তু এই বিল নিয়ে এর মধ্যেই হইচই পড়ে গিয়েছে। কারণ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ভুগতে শুরু করে দিয়েছেন রাজ্যের অনেক কেষ্ট-বিষ্টুরা। আর ভেঙে বলার দরকার আছে? গত দেড় মাসের তথ্য বলছে, পালাবদলের পর রাজ্যের চার প্রাক্তন মন্ত্রী আপাতত জেলে। সঙ্গে আরও জনা পাঁচেক প্রাক্তন বিধায়ক। কলকাতা পুরসভার সাত থেকে আটজন প্রাক্তন কাউন্সিলর। জেলার কাউন্সিলর, পুরপ্রধান, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে সদস্য, যারা জেলে আছেন তার সঠিক হিসেব দেওয়া কঠিন। আর এরা সবাইই একটিই দলের, সেটা হল তৃণমূল। ফলে বোঝাই যাচ্ছে কাঁপুনিটা ঠিক কোথায় শুরু হয়েছে।

শব্দছক ২০০

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অভিশাপ ৩. বাধাপ্রাপ্ত ৬. শ্রীরাধার এক সখী ৮. ভ্রমর ৯. বৃক্ষ ১০. মৃত্যুহীন ব্যক্তি ১২. চাঁদ ১৩. তৃণ ১৪. প্রশমনযোগ্য ১৬. কথাবলা এক পাখি ১৮. ভীতি ১৯. আকাশে সাদা পাখির ঝাঁক ২১. সরগমের সাত স্বর ২২. দায়ীত্ব

ওপর-নিচ: ১. শালগাছের গুঁড়িতে প্রস্তুত ছোট নৌকা ২. বন্যা-জলের থিতানো অংশ ৪. শান্ত নদীতে হঠাৎ তীব্র জলোচ্ছ্বাস ৫. কোরক ৭. অনুশীলন ৮. বিনষ্ট ১০. অনুপযুক্ত সময় ১১. তৃপ্তিকর খানা ১৫. শব্দহীন পরিবেশ ১৭. ভুল-বকা ১৮. ভাঙা ২০. আগ্নেয়গিরি নিসৃত অবশেষ

সমাধান ১৯৯ — পাশাপাশি: ১. পরিকর ৪. সায়ক ৬. শাক্ত ৭. পণিত ৮. পাড় ৯. তাক ১০. রকম ১২. পাহাড়ি ১৪. মরণ ১৫. জাতক ১৭. চাল ১৮. পর ১৯. নির্দয় ২০. মালা ২১. কলাপ ২২. লাগাতার

ওপর-নিচ: ১. পশাচার ২. রিক্ত ৩. রগড় ৪. সাত ৫. কন্টক ৮. পামর ৯. তাড়িত ১১. কমল ১৩. হাজার ১৬. কহলার ১৭. চালাক ১৮. পয়লা ১৯. নিপ ২০. মাতা

আজকের দিন

■ **১৯৪৮** — সোভিয়েত ইউনিয়নের অবরোধের জবাবে পশ্চিমা মিত্রশক্তি বার্লিন এয়ারলিফট শুরু করে।

■ **১৯৭৫** — ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।

■ **১৯৯৭** — জে কে রাউলিং-এর 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার্স স্টোন', যুক্তরাজ্যে ব্লুমসবারি থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

জন্মদিন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ *সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৮৭৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী গহরজানের জন্মদিন।*

১৯৯৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

শুধুই 'বন্দে মাতরম' নয়, জাতীয় স্তরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণও একান্ত জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

দেশপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশে 'বন্দে মাতরম'-এর কোনও জুড়ি নেই । মাত্র দুটি শব্দেই তার প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে । আসমুদ্রহিমাচলে তার আদিগন্ত বিস্তার । দেশের অখণ্ড চেতনায় শব্দ দুটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেশবাসীর মধ্যে এনে দেয় ঐক্যের বন্ধনে আন্তরিক আত্মীয়তা, সংহতির সুতীব্র চেতনা। বিগত বছরে ২৬ অক্টোবর রবিবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১২৭তম পর্বে ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম'-এর দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীকে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে গানটি স্মরণে বরণীয় করে তোলার কথা বলেন । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশমাতার প্রতি 'বন্দে মাতরম' গানে যেভাবে দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল,তা অচিরেই ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মর্যাদা লাভ করে । শুধু তাই নয়, 'বন্দে মাতরম' শব্দদুটিই বহুবর্ণ,বহু ধর্ম ও বহুভাষাভাষীর দেশে তার বহুধাবিস্তৃত ও বিপুলায়তন পরিসরকে অবিচ্ছিন্ন সত্তায় যেভাবে বিবিধের মাঝে মিলন মহানের আবেগময় প্রকাশে ঐক্যতান সৃষ্টি করে, তার কোনও বিকল্প নেই । সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যথার্থ ভাবে গানটির মূল্যায়ন করেছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্বসৃষ্টি তাঁর 'বন্দে মাতরম' গানটি। 'মা তোমাকে প্রণাম' অর্থে দেশমাতাকে 'বন্দে মাতরম' বলার মধ্যেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ধ্বনিত হয়। সেক্ষেত্রে শুধু 'বন্দে মাতরম' বা তার ধারক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'ই(১৮৮২) নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার মধ্যেই দেশসেবার ঐকান্তিক প্রয়াস জারি ছিল । এজন্য শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রূপান্তর ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা । সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম' গানটি। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনাতেই তাঁর দেশসেবার পরিচয় ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করে । সেদিক থেকে 'বন্দে মাতরম'-এর দেড়শ বছর পূর্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও স্মরণ অনিবার্য মনে হয়।

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছর বয়সে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনায় সামিল হন। ইতিপূর্বে তাঁর তিনখানি উপন্যাস পাঠকসমাদর লাভ করেছে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে তাঁর সরকারি দায়িত্বশীল উচ্চপদের রকমারি প্রতিকূলতাও ছিল। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তার বছর তিনেকের মধ্যে সম্পাদকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই ধারা তাঁর ছাপান্ন বছরের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। শিল্পীসুলভ সহৃদয়তার পাশাপাশি সম্পাদকসুলভ নির্মমতাকে বজায় রেখে বঙ্কিমচন্দ্রের চৌত্রিশ বছরে অভিভাবকের ভূমিকা অত সহজে নন্দিত বা বন্দিত হয়নি। তাঁর সেই ভূমিকায় অকালপক্ক জ্যাঠামশাইয়ের খবরদারি মূর্তিটি অসূয়াপ্রবণ বাঙালিমানসে আপনাতেই নিবিড় হয়ে উঠে এসেছিল। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় লেখক ও সম্পাদকের দ্বৈত ভূমিকায় অত্যন্ত সফলকাম হয়েছিলেন, তা তাঁর জনমানসে 'সাহিত্যসম্রাট' থেকে 'ঋষি' উপাধিতেই প্রতীয়মান। কিন্তু সেই উপাধি-পরিচয়ে যেভাবে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈরথে তাঁর ভাবমূর্তিটি বাঙালিমানসে বিতর্কের অবকাশে উচ্চকিত হয়েছে, সেভাবে সব্যসাচী প্রকৃতিতে অভিভাবকত্বের বিষয়টি উঠে আসেনি। অথচ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর সেই ভূমিকা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি বাঙালির সার্বিক বিকাশে স্বদেশহিতৈষী মানসিকতায় তার সেবাপরায়ণে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিভাবকসুলভ ভূমিকাটি শিল্পী বনাম নীতিবাগীশ বিতর্কে সংগোপনে রয়ে গেছে। সেখানে তাঁর সাহিত্যসম্রাটের উষ্ণীষের ভারে ও ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্বের ধারে সেই অভিভাবকত্বের মান্যতা বাড়তি কোনো স্বতন্ত্র মূল্যে অভিষিক্ত হয়ে ওঠেনি। সব্যসাচী সম্পাদকের সঙ্গে বিষয়টিকে মিলিয়ে দেখার বাতিক সেক্ষেত্রে সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পরিচয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পাদকীয় সত্তাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং তা সম্পাদকের পরিবর্তে অভিভাবকসুলভ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় প্রথম থেকেই সচল চিল। এজন্য তাঁর মধ্যে শাসন ও সোহাগের পাশাপাশি গড়ে তোলার সদিচ্ছা তাঁকে সদা সক্রিয় রেখেছিল। আদর্শ শিক্ষকের মতো 'ফ্রেণ্ড-ফিলোসোফার অ্যান্ড গাইড'- এর ভূমিকায় তাঁর সেই অভিভাবকত্ব আপনাতেই সম্পাদকের স্থলে শিক্ষা-অন্তপ্রাণ শিক্ষকের ভূমিকাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজশিক্ষকের ভূমিকাটির পাশে তাঁর বাংলা সাহিত্যে নূতন লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতায় দিশারি ভাবমূর্তিটি সমানভাবে সক্রিয় ছিল। এজন্য সাহিত্যসম্রাটের পাশে তাঁর সমাজশিক্ষকের ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্বের আলোর পরশ যেমন সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে, তেমনই সব্যসাচী সম্পাদকীয় পরিচিতির মধ্যে তাঁর সাহিত্যের শিক্ষকের ভূমিকাটি আপনাতেই আলোকিত মনে হয়। তাঁর সেই আলোকিত ব্যক্তিত্ব জীবনের অপরাহ্ণ পর্যন্ত সজীব ছিল। শুধু তাই নয়, সেই সম্পাদকের ক্ষুরধার লেখনী সময়বিশেষে হবু লেখকদের পাচনবাড়ি হয়ে উঠেছে। 'প্রচার'-এর ১২৯১-এর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ সেই পাচনবাড়ির প্রকৃতিটি প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে মনে হতে পারে কী এমন হয়েছিল যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের উনিশ বছর পর এভাবে 'নিবেদন' করতে হয়েছে। হবু লেখকদের প্রতি যে-বারোটি নিয়ম 'নিবেদন'-এ প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলিই 'বঙ্গদর্শন'-এর সূচনায়ও অপরিহার্য মনে হবে। সেক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল পরে কী উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলি প্রকটভাবে উপস্থাপনে সক্রিয় হয়েছিলেন, তা স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী করে তোলে। অবশ্য তার সদুত্তর কোথাও মেলে না। 'বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী'কার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সে বিষয়ে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেননি। অন্যদিকে প্রবন্ধটি 'প্রচার'-এ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীযুদ্ধ প্রকট হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, 'প্রচার'-এর সেই সংখ্যায় (১২৯১-এর মাঘ) রবীন্দ্রনাথের 'মথুরায়' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় লেখনীযুদ্ধের অবসানে তাতে 'ঐতিহাসিক মিলন'-এর ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে 'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পাল সে-বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বিধায় এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি এড়ানো যায় না। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'নিবেদন' তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা কেন এতদিন পরে 'প্রচার'-এর আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিষয়টি আপনাতেই ভাবিয়ে তলে। অবশ্য সচেতনভাবে বিষয়টি ভেবে দেখলে তার সদুত্তর মেলানো দুরূহ মনে হয় না। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার মধ্যেই বীজটি ছিল এবং তা সময়ান্তরে বৃক্ষরূপে আত্মপ্রবাশ করেছে। বিষয়টি একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

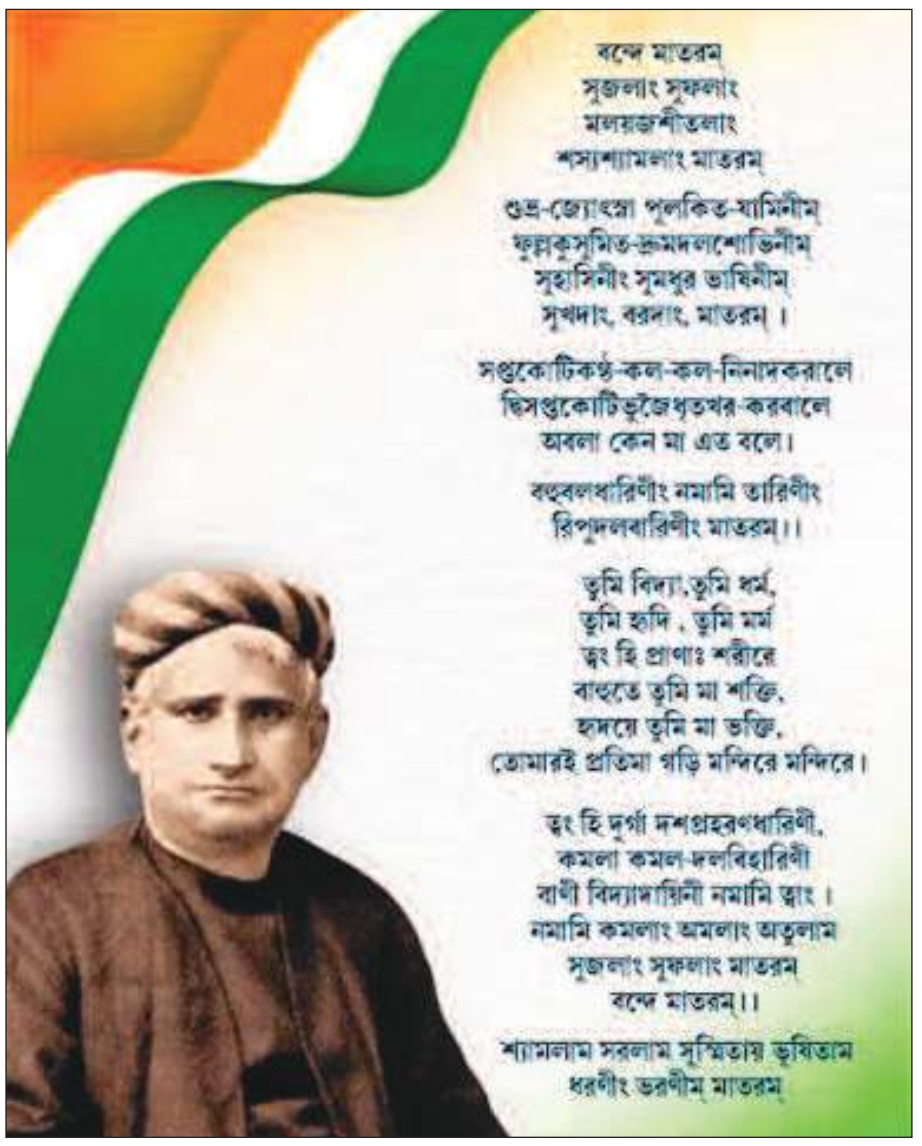

বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কথ্য প্রথম উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, 'বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক'। আর তৃতীয় তথা শেষ উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।' মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্যের সুর একটি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন করা। সেই উন্নয়নের ধারাকে সুসম্পন্ন করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সার্বিক প্রয়াসে এক সময় বইয়ের সমালোচনাও সামিল হয়ে পড়ে। প্রথম বর্ষের কার্তিক সংখ্যাতেই 'নতুন গ্রন্থের সমালোচনা'র কথা সম্পাদক জানিয়ে দেন। তবে সমালোচনা অর্থে বইয়ের প্রশংসা বা নিন্দা নয়, তাও তিনি উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে গ্রন্থ পাঠে সুখলাভ বা জ্ঞানলাভের পাশাপাশি তার সমৃদ্ধির প্রতি যেমন সমালোচকের স্পষ্টতা প্রয়োজন, তেমনই তাতে লেখকের ভ্রান্তিদর্শনও সমালোচনার অঙ্গ, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'বঙ্গদর্শন'-এ বইয়ের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য অচিরেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে নূতন বইয়ের অভাবে নয়, বরং তার প্রাচুর্যেই পর্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় গুটিকতক সারবান বইয়ের হদিশে সম্পাদকের উদ্দেশ্য আপনাতেই ব্যাহত হয়। ১২৮১-এর মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন'-এ সম্পাদক তাঁর সমালোচনার ব্যর্থতাকে বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর সেই মোক্ষম পাচনবাড়ি অব্যর্থ লক্ষ্যে হাসিল করেছেন। একে পত্রিকায় স্থানাভাবের কথা বাক্ত করে যেটুকু বিনয় প্রকাশ করেছেন, তার পরে 'অনবকাশ'-এর কারণে অবিনয়ী হয়ে উঠেছেন 'আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন-লেখকদিগের কাহারও নাই।

বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কথ্য প্রথম উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, 'বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক'। আর তৃতীয় তথা শেষ উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।' মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্যের সুর একটি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন করা। সেই উন্নয়নের ধারাকে সুসম্পন্ন করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সার্বিক প্রয়াসে এক সময় বইয়ের সমালোচনাও সামিল হয়ে পড়ে। প্রথম বর্ষের কার্তিক সংখ্যাতেই 'নতুন গ্রন্থের সমালোচনা'র কথা সম্পাদক জানিয়ে দেন। তবে সমালোচনা অর্থে বইয়ের প্রশংসা বা নিন্দা নয়, তাও তিনি উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে গ্রন্থ পাঠে সুখলাভ বা জ্ঞানলাভের পাশাপাশি তার সমৃদ্ধির প্রতি যেমন সমালোচকের স্পষ্টতা প্রয়োজন, তেমনই তাতে লেখকের ভ্রান্তিদর্শনও সমালোচনার অঙ্গ, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'বঙ্গদর্শন'-এ বইয়ের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য অচিরেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে নূতন বইয়ের অভাবে নয়, বরং তার প্রাচুর্যেই পর্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় গুটিকতক সারবান বইয়ের হদিশে সম্পাদকের উদ্দেশ্য আপনাতেই ব্যাহত হয়। ১২৮১-এর মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন'-এ সম্পাদক তাঁর সমালোচনার ব্যর্থতাকে বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর সেই মোক্ষম পাচনবাড়ি অব্যর্থ লক্ষ্যে হাসিল করেছেন। একে পত্রিকায় স্থানাভাবের কথা বাক্ত করে যেটুকু বিনয় প্রকাশ করেছেন, তার পরে 'অনবকাশ'-এর কারণে অবিনয়ী হয়ে উঠেছেন 'আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন-লেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। 'বৃত্রসংহার' 'কল্পতরু' বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা গুরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছু আমাদের আর স্মরণ হয় না।' স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকে বিরত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা গড়ে তুলতে পারেননি। বিষয়টি তাঁর অমর সৃষ্টি অহিফেনসেবী কমলাকান্তের 'বড়বাজার' (বঙ্গদর্শন' ১২৮১ -এর আশ্বিন) পরিক্রমাতেই তার করুণ পরিণতি সরস ব্যঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সেদিক থেকে নব্য লেখকদের অপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনা থেকে অব্যাহতির বিষয়ে আকস্মিক মনে হয় না। কিন্তু তাতে তো তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথে বিরতি এসে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা তাঁকে যে স্বস্তি দেয়নি, এটা অনুমানের জন্য কষ্টকল্পনার প্রয়োজন নেই। কেননা বাংলা সাহিত্যের লেখা ও লেখক সবেতেই তাঁর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। সেক্ষেত্রে নতুন লেখকদের 'অপক্ক কদলী'র প্রতি যেমন তাঁর মূল্যায়নের দৃষ্টি নিবন্ধ করার দায় ছিল, তেমনই হবু লেখকদের প্রতিও সে-দায় আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে রীতিমতো আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। নতুন লেখক বা হবু লেখকদের সামনে আদর্শ রাস্তা গড়ে তোলার দায় তাঁকে সক্রিয় করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে আড়ালে থেকে অনামে 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সেই রাস্তার আত্মপ্রকাশ ছিল অপরিহার্য বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪-তে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে 'প্রচার'-এর সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রচারে বিরত হয়ে অন্তরাল থেকে যেভাবে হবু লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর বাংলা সাহিত্যে উন্নতির প্রতি অকৃত্রিম অথচ হার্দিক প্রয়াসটি আপনাতেই বাঙালিমানসের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। 'প্রচার'-এর দিন-পনেরো পূর্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দুটি পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্র সমানে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকার হিসাবে নীতিবাগীশ পরিচয়কে সমুন্নত করে তুলেছেন।'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের পর্বান্তরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। 'প্রচার'-এ 'সীতারাম' শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি লেখনীযুদ্ধে সামিল হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। অথচ সেই পরিসরে ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যেও তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির প্রতি দায়বদ্ধতায় কোনোরকম শিথিলতা লক্ষ করা যায় না। বরং তা 'প্রচার'-এর আলোয় আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'টি বঙ্কিমচন্দ্রের হবু লেখকদের প্রতি তাৎক্ষণিক নিদের্শিকা ভাবাটা সমীচীন নায়। কেননা তা ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যদরদি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘদিনের চিন্তনের ফসল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা নানাভাবে বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়েছে। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, আবার তা অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য তাঁর লক্ষ্য নানাভাবে ব্যাহত হয়েছে, সেকথাও তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ'-এর শেষে ('বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৮২) তাঁর লেখনী সূচনার কথা স্মরণে এনে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে 'চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।' আবার যখন তার জেগে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তখন তাঁর হৃদয়বাসনার ক্ষরণও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ১২৮৪-এর বৈশাখে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্র বিনয়ের সঙ্গে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেছেন 'এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিয়া, আশীর্বাদ করিতেছি যে, ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।' সেই বাসনাও তাঁর অকালেই ঝরে পড়লেও তাঁর মনেপ্রাণের কথাটি বুঝে নিতে কারও অসুবিধা হয় না। তাঁর সাহিত্যচর্চার মূলেও ছিল দেশসেবার আদর্শ। সেই আদর্শের প্রতি তাঁর সতৃষ্ণ দৃষ্টি আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল । সেক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম'-এর দেড়শ বছর পূর্তির সঙ্গে জাতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও স্মরণ করা একান্ত জরুরি ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কোট-আনকোট

আমি কথা দিচ্ছি, যদি আপনাদের কাছে ওই নেতাদের বিরুদ্ধে চাল চুরি, ত্রিপল চুরির মতো কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে আমাদের জানান। আমরা ব্যবস্থা নেব।

বিধানসভায় কুণাল ঘোষকে শুভেন্দু অধিকারী।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই nicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৮০০ মেগাওয়াটের দুই ইউনিট তৈরির ঘোষণা

পুরুলিয়া জেলা জুড়ে খুশির হাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রাজ্যজুড়ে দিনে দিনে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে। তাই বিদ্যুৎ-এর চাহিদার কথা মাথায় রেখে বর্তমান রাজ্য সরকার নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে। যেখানে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই মডেলে রাজ্যের পূর্ব প্রতিশ্রুতি নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি বিধানসভা পুরুলিয়ারপাড়া বিধানসভার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাঁওতালডিহিতে ৮০০ মেগাওয়াট (মোট ১৬০০ মেগাওয়াট) ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ইউনিট তৈরি হবে। সোমবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাজেট পেশ করে বিষয়টি জনসমক্ষে আনেন। দুটি নতুন ইউনিট তৈরির প্রস্তাব ঘোষণা হতেই সাঁওতালডিহিতে খুশির হাওয়া। দুটি ইউনিট হলে এলাকায় বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়বে। পাশাপাশি এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে। এবং কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জিএম অভিজিৎ নন্দী বলেন, 'রাজ্য বাজেটে দুটি ইউনিট তৈরির প্রস্তাব ঘোষণা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তিতে এটি তৈরি করা হবে। কর্মসংস্থান বাড়বে।' নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি বলেন, 'তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট তৈরির কাজ শুরু হলে এলাকার আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে। রাস্তাঘাটেরও উন্নয়ন হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁওতালডিহিতে ১৯৭৪ সালে প্রথম ইউনিটটি চালু হয়। যেখানে চারটি ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন হত। পুরনো ১ থেকে ৪ নম্বর ইউনিটগুলিতে (প্রতিটি ১২০ মেগাওয়াট করে) বিদ্যুৎ উৎপাদন হত। বর্তমানে চারটি ইউনিট স্থায়ীভাবে বন্ধ করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। নতুন করে সেখানে আধুনিক ভাবে ৫ ও ৬ নম্বর ইউনিট দুটি চালু হয়। বর্তমানে যেখানে মোট ৫০০ মেগাওয়াট (২ x ২৫০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। নতুন করে ফের ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা বেড়েছে। আগামী দিন আরও বাড়বে চাহিদা। তাই বিদ্যুতের জোগান স্থিতিশীল রাখতে রাজ্য সরকার আগাম প্রস্তুতি শুরু করেছে। ১৫টি নতুন সাবস্টেশন তৈরির প্রস্তাবও আনা হয়েছে রাজ্যের তরফে। সাঁওতালডিহির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, দুটি ইউনিট তৈরির প্রাথমিক সমীক্ষা শেষ। ইউনিট তৈরিতে জন্য রাজ্য সরকারকে আলাদা করে জমিও নিতে হবে না। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে ১,৮০০ একর জমি রয়েছে। ফলে জমি জটিলতার সমস্যাও নেই। এলাকা বাসিন্দাদের তরফে জানানো হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রশংসনীয়, কিন্তু বর্তমানে ছাইয়ের দূষণে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ। ফলে পরবর্তী সময়ে দূষণ যে আরও বাড়তে তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে ইউনিট তৈরিতে এলাকায় কর্মসংস্থান তো যেমন হবে। তেমন দূষণ নিয়ন্ত্রণে যাতে উপযুক্ত পরিকাঠামো যাতে গড়ে তোলা হয় তারও জোরালো দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

তারাতলায় মৃত দুই নির্মাণ শ্রমিকের দেহ ফিরল নদিয়ার চৌধুরী পাড়ার বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার চর শম্ভু নগর গ্রামের চৌধুরীপাড়া একেবারে স্তব্ধ। সকাল সাড়ে নটা নাগাদ দুটি পৃথক শববাহী গাড়িতে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃতদেহ ফিরলো বাড়িতে। মৃতদেহ ফিরতেই গোটা এলাকায় কান্নার রোল। এই এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ ভিন জেলা বা ভিন রাজ্যে রুটি রুজির আশায় পাড়ি দিয়েছে। প্রতিটা ঘরেই যেন আতঙ্ক। এলাকাবাসীর একটাই কথা নতুন সরকার যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাহলে বাড়ির লোকেদের আর বাইরে গিয়ে কাজ করতে হবে না। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই ও বাঙালি সম্প্রদায়ের। নদিয়ার যে দু'জন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে তাদের বয়স যথাক্রমে চন্দ্রমা চৌধুরী ৬০ বছর ও রাহুল চৌধুরীর ১৭ অর্থাৎ নাবালক অবস্থাতেই সংসার বাঁচাতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যোগ দিয়েছে রাহুল। চৌধুরী পাড়ার গ্রামে ঘরে ঘরে এখন আতঙ্ক বেশিরভাগ মানুষই কর্মসূত্রে রয়েছে বাইরে। তাদেরও এই পরিণতি ঘটবে না তো? একদিকে যেমন মৃত নির্মাণ কর্মীদের ও ভাবি সংসার বাচাতে সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন অন্যদিকে আগামীর ভবিষ্যৎকে রক্ষার্থে কর্মসংস্থানেরও দাবি তুলেছে। গ্রামবাসীদের আক্ষেপ এলাকায় যদি কোনও কলকারখানা কিংবা কর্মসংস্থান থাকতো তাহলে বোধ হয় এভাবে চাপা পড়ে মরতে হতো না গ্রামের একজন বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক একজনকে। রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে গোটা চৌধুরী পাড়া গ্রামের মানুষের একটাই কথা নতুন সরকার এলাকায় কর্মসংস্থান করুক। যাতে পরিবারের লোকেদের বাইরে গিয়ে আর কাজ না করতে হয়। আজ মৃতদেহ পরিবারের কাছে পৌঁছেছে। পরিবারের উপার্জনের একমাত্র ব্যক্তি ছিল তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউন চাপা পড়ে মৃত দুজনেই। কিভাবে চলবে তাদের পরিবার তা ভেবেই আকুল প্রতিবেশীরা। মৃত চন্দ্রমা চৌধুরীর চার মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলেও কাজের আশায় পাড়ি দিয়েছে ভিন রাজ্যে। জরাজীর্ণ বসত বাড়িতে চন্দ্রমা চৌধুরীর বড় মেয়ে লিলি চৌধুরী অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী জানায়, কিভাবে চলবে এখন তাদের সংসার জানা নেই। সরকার তাদের পাশে থাকুক এটা এখন আর্তি।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে প্রতীকী কর্মবিরতি এনএইচএম কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনমুখী বাজেট নিয়ে যখন সবাই খুশি তখন বাজেটে তাদের কথা না বলায় রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমে এক দিনের প্রতীকী কর্মবিরতি ও পেন ডাউন কর্মসূচি এনএইচএম কর্মীদের। সিউড়ি-সহ বীরভূম জেলার প্রায় সর্বত্রই এই কর্মসূচি পালন করছেন এনএইচএম কর্মীরা। সিউড়ি পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মবিরতি করা কর্মীদের দাবি টিকাকরণ, ফিল্ড ভিজিট, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু-সহ সরকারি সমস্ত কর্মসূচিতে তাঁরা কাজ করেন। অথচ আশা কর্মীদের বেতন বাড়লেও তাদের বেতন বাড়েনি। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম বাজেটেও তাদের কোনও কথা বলাই হয়নি তাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একদিনের প্রতীকী কর্মবিরতি ও পেন ডাউন কর্মসূচি করছেন তাঁরা। সমকাজে সমবেতনের দাবিও তুলেছেন তাঁরা। ভোটের আগে পার্মানেন্ট করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তাঁরা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মীরাই কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল এবং এদের সিংহভাগই এনএইচএম কর্মী। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে এনএইচএম কর্মীদের বার্তা পৌঁছোনোর জন্যই এই ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তারা। তাদের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল সমকাজে সমবেতন, রিটায়ার্ডমেন্ট বেনিফিট, স্বাস্থ্য বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি ।

মেদিনীপুরে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে সারা দেশের সঙ্গে বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কাজের প্রতিবাদে মেদিনীপুর শহরের রিং রোড এলাকা থেকে বিদ্যাসাগর হল পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। নিট-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মিছিল থেকে প্রতিবাদ স্লোগান দেওয়া হয়। মিছিল শেষে বিদ্যাসাগর হলের সামনে এক সভায় প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অনিল শিকারিয়া, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জেলা যুব সভাপতি উজ্জ্বল মুখার্জিরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। নিট-সহ একাধিক সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এবং কর্মসংস্থানের অভাবে দেশের যুবসমাজ চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সভায় বক্তারা গণতন্ত্র, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বৃহত্তর জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস : ৩এ, আপার উড স্ট্রিট শাখা, ২য় তল, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **২৫.০৬.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স জয় ভারত প্লাস্টিকস (স্বত্বাধিকারী শ্রী রতন কুমার লোধা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) শ্রী রতন কুমার লোধা (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা) শ্রী বিকাশ লোধা (জামিনদাতা) শ্রীমতী বনশিখা লোধা (জামিনদাতা) শ্রীমতী সরোজ লোধা (জামিনদাতা), মেসার্স জিও পলিমারস এলএলপি (কর্পোরেট জামিনদাতা) মেসার্স জয় ভারত প্লাস্টিকস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা) মেসার্স জাম্বো পলিপ্লাস্ট এলএলপি (কর্পোরেট জামিনদাতা) এবং মেসার্স ভারত প্লাস্টিক (কর্পোরেট জামিনদাতা)** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩,৬৯,৭২,৭৬৬.৩৯ টাকা (তিন কোটি উনসত্তর লাখ বাহাত্তর হাজার সাতশ ছেষট্টি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) ৩১ মে ২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ ২৫-০৬-২০২৪ তারিখের উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধার বিপরীতে নির্দেশিত তারিখ থেকে প্রযোজ্য সুদ, এবং সেই সঙ্গে জরিমানা সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ-খরচাদি ইত্যাদি;উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪ জুন ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. **৩,৬৯,৭২,৭৬৬.৩৯ টাকা (তিন কোটি উনসত্তর লাখ বাহাত্তর হাজার সাতশ ছেষট্টি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) ৩১ মে ২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ ২৫-০৬-২০২৪ তারিখের উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধার বিপরীতে নির্দেশিত তারিখ থেকে প্রযোজ্য সুদ, এবং সেই সঙ্গে জরিমানা সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ-খরচাদি ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, পরিমাপ ১৬৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , তিন বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, তিন টয়লেট, এক কিচেন, এক বারান্দা, দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ৩য়তলায় পাঁচতলা ভবনের অবস্থিত জমির পরিমাপ ৪ কাঠা ৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট , প্লট নং ৫৫, ব্লক ডি,বাঙ্গুর এভিনিউ, থানা : লেক টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত হোল্ডিং নং ৫৯৭, কলকাতা -৭০০০৫৫, পুরসভা ওয়ার্ড নং ২২, দক্ষিণ দম দম পুরসভা।
সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে বিক্রয় দলিল নং ৫৪৯৩ -২০০০ সালের তারিখ ১৮.০৮.২০০০ রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী বিকাশ লোধা এর নামে এবং ৫৪৯৪-২০০০ সালের, তারিখ ১৮.০৮.২০০০ রেজিস্ট্রিকৃত শ্রীমতি সরোজ লোধা এর নামে।
সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জিবি পরিমাপ আনুমানিক ৩৮৬ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি (মোজাইক) একতলায় (দক্ষিণ -পূর্ব অংশে) পাঁচতলা ভবনে অবস্থিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা ৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট , প্লট নং ৫৫ ব্লক-ডি, বাঙ্গুর এভিনিউ, থানা : লেক টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত হোল্ডিং নং ৫৯৭, কলকাতা -৭০০০৫৫, পুরসভা ওয়ার্ড নং ২২, দক্ষিণ দম দম পুরসভা।
সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে দান দলিল নং ৪২৬২ -২০১৫ সালের তারিখ ১৩.০৪.২০১৫ রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী বিকাশ লোধা এর নামে এর নামে।
সম্পত্তি ৩: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, তিনতলায় ব্লক এ, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৪৯২ বর্গফুট কমবেশি , চার বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, তিন টয়লেট, এক কিচেন, তিন ব্যালকনি ভবনে অবস্থিত প্লট নং ৯৮-১০১, বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক ডি, পুরসভা হোল্ডিং নং ১২৩০, বাঙ্গুর এভিনিউ, থানা -লেক টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা- ৭০০০৫৫, পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৯, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং নির্মাণের নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত বিক্রয় দলিল নং ০০৯৭৬- ২০১৫ সালের।
সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে বিক্রয় দিলল নং ০০৯৭৬ -২০১৫ সালের তারিখ ২৩.০৪.২০১৫ রেজিস্ট্রিকৃত শ্রীমতি সরোজ লোধা এবং শ্রী বিকাশ লোধা এর নামে।

তারিখ- ২৪.০৬.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

তারাতলার নির্মীয়মাণ কারখানায় দুর্ঘটনা

নিখোঁজ রানিগঞ্জের শ্রমিক নবীন সিং, উদ্বেগে পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কলকাতার তারাতলা এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ কারখানায় দুর্ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন রানিগঞ্জের লাইকবাজার, লায়েক বাঁধ তিন নম্বর ধাওড়ার বাসিন্দা নবীন সিং। নির্মাণসামগ্রীর নীচে চাপা পড়ে তিনি নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পৌঁছতেই স্বামীর খোঁজে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী নেহা দেবী এবং বড় ছেলে, বছর ষোলোর দশম শ্রেণির ছাত্র প্রিন্স। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ স্ত্রী নেহা দেবীর সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা হয় নবীন সিংয়ের। সে সময় তিনি জানান, কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, পরে কথা বলবেন। এরপর থেকে আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি তাঁর সঙ্গে। দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ ঠিকাদারদের কাছ থেকে দুর্ঘটনার খবর পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পাওয়ার পরই বুধবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ নেহা দেবী বড় ছেলে প্রিন্সকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সন্ধানে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। তবে এখনও পর্যন্ত নবীন সিংয়ের কোনও সন্ধান মেলেনি বলে দাবি পরিবারের। বর্তমানে বাড়িতে রয়েছেন নবীনের মেজ মেয়ে, সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী কোমল কুমার এবং ছোট ছেলে আরিয়ান সিং। পরিবারের সদস্যদের চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। তাঁদের দাবি, কিশোর বয়স থেকেই নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত নবীন সিং। ঠিকাদারের অধীনে কলকাতার ওই নির্মীয়মাণ কারখানাতেও তিনি কাজ করছিলেন। পরিবারের আরও দাবি, প্রায় ১৫ দিন আগে বাড়িতে এসেছিলেন নবীন। এক সপ্তাহ পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে ফের কর্মস্থলে ফিরে যান তিনি। তাঁর হাতে উলকি দিয়ে নিজের নাম লেখা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন পরিজনেরা, যাতে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। কলকাতায় দুর্ঘটনার খবর রানিগঞ্জে পৌঁছতেই লাইকবাজার এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্যের খোঁজ না মেলায় কীভাবে চলবে সংসার, সেই চিন্তায় দিশেহারা পরিজনেরা। এখন সকলের একটাই প্রার্থনা, যত দ্রুত সম্ভব নবীন সিংয়ের সন্ধান মিলুক।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ১০২ অধীনে)
মিনু দে, পি সি দে অ্যান্ড সন ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর সিডি-আদিত্য বিক্রম ক্যাপিটাল লিমিটেড দ্বারা উদ্যোক্তা

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	মিনু দে
২.	আবেদনের অনুমোদন সম্পর্কিত বিস্তারিত	[illegible]
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২২.০৬.২০২৬
৪.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের সম্ভাব্য তারিখ	১৯.১২.২০২৬
৫.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মহেশ চাঁদ গুপ্তা, রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304, এএফএ নং AA1/12304/02/300627/109025, বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল	রেজি ঠিকানা - এফই-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর ৩, [illegible], কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল: mcgupta90@gmail.com
৭.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ১১ এবং ১১/১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল, স্যুট নং ১, কলকাতা - ৭০০০১২, ইমেল: mcgupta90@gmail.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭.০৭.২০২৬
৯.	সম্পর্কিত ফর্মগুলি	Weblink https://www.ibbi.gov.in/download forms, mcgupta90@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে

[illegible] নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা পোস্ট বা ক্যুরিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-এর পক্ষে
মহেশ চাঁদ গুপ্তা, প্রস্তাব পেশাদার
মিনু দে, পি সি দে অ্যান্ড সন ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-সিডি ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বিষয় সম্পর্কিত
তারিখ : ২৬.০৬.২০২৬ রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304
স্থান : কলকাতা এএফএ নং : AA1/12304/02/300627/109025 বৈধ : ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের বুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.১১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী শ্রীধর সাহিস এবং শ্রীমতী শম্পা বাউরি সাহিস** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৮৯,৩৬৯.৮৪ টাকা ইউসিআই সহ (কুড়ি লাখ উননব্বই হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা এবং চুরাশি পয়সা)** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ জুন ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২০,৮৯,৩৬৯.৮৪ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মির্জাপুর,মৌজা- মির্জাপুর, ইন্দাস-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৮৭৮, দাগ নং ১২১২ , এরিয়া ০.০৩৫৭ একর জমি বা ১৫৬০ বর্গফুট বা ২ কাঠা ২ ছটাক ৩০ বর্গফুট বাস্তু জমি , জেলা : বাঁকুড়া, পিন - ৭২২২০৫।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট রোড। দক্ষিণে : বিরাজ বোস এর সম্পত্তি। পূর্বে : ববিতা দে এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : উমা দাস এর সম্পত্তি।

তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬ স্থান : পাঁচাল
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শম্ভু কুমার সিং, মোবাইল নং ঃ ৮১৩০৩৩৩২৪৮ ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in,
পরিশিষ্ট ৪এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য পরবর্তী বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত পরবর্তী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

এতদ্দ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দখলীকৃত **১৩.০৭.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে ৩৬,৬৫,৭২,০২৮.২৫ টাকা (ছত্রিশ কোটি পঁয়ষট্টি লাখ বাহাত্তর হাজার আঠাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ০৪.০৩.২০১৪ অনুযায়ী** এবং ০৫.০৩.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে মেসার্স অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস "১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৬" এবং জামিনদাতাগণ (ক) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা) "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" (খ) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭"(গ) শ্রী বনওয়ারিলাল আগরওয়াল, পিতা মতিলাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি)
১. জমির পরিমাপ ৯৯৮ শতক/ডেসিমেল (৬০৪ কাঠা আনুমানিক), গ্রাম : বেলডাঙ্গা, পশ্চিম গঙ্গারামপুর, থানা : কাঁকসা, পানাগড়, দলিল নং ০৫৫৩২/২০০৯, ০৫৫৩৩/২০০৯, ০৫৫৩৭/২০০৯, ০৫৫৩৮/২০০৯, ০৫৫৫০/২০০৯ (বনওয়ারিলাল আগরওয়াল - ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে) **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	ক) ১.৬২ কোটি টাকা (এক কোটি বাষট্টি লাখ টাকা) (টিডিএস ব্যতীত) খ) ১৬,২০,০০০.০০ টাকা; ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২,০০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের দায়বদ্ধতা এবং বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https: //bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices/bank-eauctions, www.sbi.co.in, baanknet.comএবং https ://tenders.gov.inএ প্রদত্ত লিঙ্কটিদেখুন।
খ) আগ্রহী দরদাতা/দের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ ঃ ২২.০৬.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
আইডিবিআই ব্যাংক লি. এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪)-এর ধারা ১৩(১২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য একটি দাবি-নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু তারা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে হবে; অন্যথায়, এ ধরনের যেকোনো লেনদেন বা হস্তান্তর নোটিশে উল্লিখিত আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের দাবিকৃত অর্থ;যার সাথে প্রযোজ্য সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, বিভিন্ন চার্জ ও আনুষঙ্গিক খরচ অন্তর্ভুক্ত;এর সাপেক্ষে বা দায়বদ্ধ থাকবে।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ২০০২ সালের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	শ্রী কিরণ মল্লিক (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী পালক মল্লিক (সহ ঋণগ্রহীতা), লোন এ/সি নং ০২৫৬৬৭৫১০০০৪২৮০২, ০২৫৬৬৭৫১০০০৪৩০০৫, ২১০৪৬৭৫১০০০০৩৪৭৬	১. ১৬.০৩.২০২৬ ২. ২০ মে ২০২৬ ৩. ৪৭,৮৯,৭২৭.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ উননব্বই হাজার সাতশ সাতাশ টাকা) ০৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া ১০.০১.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল মারফত, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাপ ৬ ডেসিমেল তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ জমি আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৬৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৫৭৫৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৫৯৯০, জেএল নং ৮৪, মৌজা- শেখামপুর, থানা : লাভপুর, জেলা : বীরভূম,চৌহাট্টা মহোদারি নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :উত্তরে : খালি জমি। দক্ষিণে : সুলতান মল্লিক এবং জিয়ারুল মল্লিক এর জমি । পূর্বে : খালি জমি এবং জিয়ারুল মল্লিকের ভবন। পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৬ স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

মাইথন জলাধারে স্নানে নেমে তলিয়ে মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার আসানসোল এক বেসরকারি স্কুলের ছাত্র আসানসোল উত্তর থানা এলাকার বাসিন্দা প্রিন্স কুমার, কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে অটো ভাড়া করে মাইথনে যায়। জলধারে বন্ধুরা মিলে স্নান করতে নামে। এখানেই তলিয়ে যায় প্রিন্স। বন্ধুরা বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঘটনার বেগতিক দেখে পাশের জঙ্গলে প্রিন্সেস স্কুল ব্যাগ ওই জামাকাপড় পাশের জঙ্গলে ছুড়ে ফেলে চম্পট দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সালানপুর থানা কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশ। খবর দেওয়া হয় আসানসোল উত্তর থানায়। প্রিন্সকে উদ্ধারের জন্য স্থানীয় নৌকা চালকরা এবং এলাকাবাসী জলাধারে তল্লাশি শুরু করে। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পর রাতে মৃতদেহ জলধার থেকে উদ্ধার হয়। বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জলাধারের পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয় স্কুল ব্যাগ ও জামাকাপড়। বৃহস্পতিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্ত হয়। প্রিন্সের বাবা পেশায় আইনজীবী রমেশ কুমার সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

AIR FORCE STATION SALUA
VACANCY OF OFFICE CLERK ON CONTRACTUAL BASIS IN UNIT RUN CANTEEN
The walk-in-interview for the post of Office Clerk on contractual basis in Unit Run Canteen at Air Force Station Salua. Salary negotiable for suitable candidates. The eligibility criteria for the post of Clerk are as follows :-
(a). Any bachelor degree ((Minimum 50% marks) and B.Com Preferred.
(b). Basic computer knowledge. (c). For Ex-Servicemen : Requisite knowledge of accounting, preferably Accounts tradesmen
Interested and eligible candidates may attend the walk-in interview on **02 Jul 26 at 1000 hrs** at **Unit Run canteen** Air Force Station, Salua.

SBI
এসবিআই হোম লোন সেন্টার বহরমপুর (৬৪২০৯)
পঞ্চাননতলা (২য় তল) ৩৪ ন্যাশনাল হাইওয়ে বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১ sbi 64209@sbi co in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৪.০৩.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী অনির্বাণ দত্ত (প্রয়াত) পিতা প্রয়াত অশোক দত্ত, গ্রাম - পোপাড়া, শিবতলা, পো এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৬, এবং এর আইনি উত্তরাধিকারী ড. অর্চিতা ব্যানার্জি, স্বামী প্রয়াত অনির্বাণ দত্ত, ২৬/৩ এ সি রোড, (দক্ষিণ) ইন্দ্রপ্রস্থ, পো - খাগরা, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩ এ/সি নং ৪২১৬৪০১৪৫৫০** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২০,২০,৬৩৭.০০ টাকা (কুড়ি লাখ কুড়ি হাজার ছশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) ২৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
আইনি উত্তরাধিকারী উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৩ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
আইনি উত্তরাধিকারীকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২০,২০,৬৩৭.০০ টাকা (কুড়ি লাখ কুড়ি হাজার ছশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) ২৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** এবং **২৫.০৩.২০২৬** থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
আইনি উত্তরাধিকারীর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী অনির্বাণ দত্ত (প্রয়াত)।
জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : বহরমপুর, মৌজা : গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১, এডিএসআর বহরমপুর, খতিয়ান নং আরএস -৫৪২, এলআর -৩৮২০, এবং ৩৮২১, প্লট নং আরএস এবং এলআর -৮৫৫/২০৫১, শ্রেণি-বাড়ি, **এরিয়া ০.১০ একর,** তদস্থিত জি-৬ তলা ভবন নাম **আর এস ডি পি ম্যানসন** ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৬এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৭০ বর্গ ফুট এবং এক চার চাকা গ্যারাজ স্পেস, **১৪০ বর্গফুট,** ১২/১, শ্রীরাম শিরোমণি রোড, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, ভট্টাচার্য পাড়া দুর্গা মন্দির এর নিকট।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া রোড। **দক্ষিণে :** প্লট নং ২০৫০, **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া রোড। **পশ্চিমে :** বিকাশ মন্ডলের ভবন। (দলিল নং ১৮৫৫১-২০২২ সালের)।

তারিখ : ২৩.০৬.২০২৬
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাংক
পার্ক স্ট্রিট শাখা
৫৭, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ইমেল : parkstreet@indianbank.co.in
দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **শ্রী বিদেশ কুমার শর্মা (ঋণগ্রহীতা),** পিতা রাজেন্দ্র কুমার শর্মা, ২৬৫/বি, এমবি রোড, ১ নং রবীন্দ্র নগর, পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা- ৭০০০৬০।
২. **শ্রীমতি পিয়ালী শর্মা (সহ ঋণগ্রহীতা),** স্বামী শ্রী বিদেশ কুমার শর্মা, ২৬৫/বি, এমবি রোড, ১ নং রবীন্দ্র নগর, পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা- ৭০০০৬০।

বিষয় : বিদেশ কুমার শর্মা এবং পিয়ালি শর্মার নামে আপনার ঋণ হিসাব এ/সি নং - ৫০৪৬৭৫৪৫৪৬৪
বিদেশ কুমার শর্মা এবং পিয়ালি শর্মা কর্তৃক গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে আপনারা উভয়েই ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা।
আপনাদের উভয়ের অনুরোধক্রমে এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, নিম্নলিখিত সুবিধাটি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার ধরন : হাউসিং লোন	সীমা (লাখ টাকায়)
১. টিএল এ/সি নং ৫০৪৬৭৫৪৫৪৬৪	মঞ্জুর অনুমোদনের সীমা : ১৯.০০ লাখ টাকা

সংশ্লিষ্ট সুবিধা গ্রহণের জন্য আপনারা নিম্নোক্ত নথি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার ধরন :	নথির ধরন
১. টিএল এ/সি নং ৫০৪৬৭৫৪৫৪৬৪	১. ডিপিএন ২. টার্ম লোন এগ্রিমেন্ট ৩. সমপরিমাণ বন্ধকীর জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ ব্যাঙ্ককে পত্র মারফত জানিয়েছেন ৪. লোন এগ্রিমেন্ট ইত্যাদি

সংশ্লিষ্ট ঋণের পরিশোধের বিষয়টি বন্ধকদত্ত জামিনের অধীন,
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাপ কমবেশি ৮১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে , পূর্ব দিকে ভবনের নাম দীপাশা, ভবন তিনতলায় , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ডব্লু সি সকলের ব্যবহারের লিফট সুবিধা, পরিষেবা প্রেমিসেস নং ৭৩৩, জয়রামপুর জলা রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৯ এবং ডাক ঠিকানা : ৪১৫/১ গোয়ালা পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৬০।
সুদসহ বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা;যাঁরা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে এই ঋণের জন্য দায়ী;বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা বা নিয়মাবলী অনুযায়ী, ২৯/০৫/২০২৬ তারিখ থেকে এই ঋণ হিসাবটিকে 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
৩০/০৫/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আপনাদের কাছে পাওনা বকেয়া অর্থের পরিমাণ হলো ১৯,৩০,৭২০.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশ কুড়ি টাকা)। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধের দিন পর্যন্ত এর সাথে প্রযোজ্য সুদ যুক্ত হবে এবং ৩১/০৫/২০২৬ তারিখ থেকে ঋণ পরিশোধের দিন পর্যন্ত উক্ত বকেয়া অর্থের ওপর নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত সুদ ধার্য হবে।

পরিমাণ টাকায়

অ্যাকাউন্ট নং	৩০.০৫.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া বুক	৩০.০৫.২০২৬ অনুযায়ী এমওআই	এমএলই/ এমওএক্স অনুযায়ী	৩০.০৫.২০২৬ (রাউন্ডেড আপ) অনুযায়ী সমাপ্ত
৫০৪৬৭৫৪৫৪৬৪	১৮৫৮১৩২.৭০	৭২৫০৫.০০	০	১৯৩০৭২০.০০
মোট	১৮৫৮১৩২.৭০	৭২৫০৫.০০	০	১৯৩০৭২০.০০

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে 'ঋণগ্রহীতা' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি কোনো ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন অথবা যিনি উক্ত আর্থিক সহায়তার বিপরীতে জামানত হিসেবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন কিংবা কোনো বন্ধক বা চার্জ সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ৩০.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া অর্থ;অর্থাৎ ১৯৩০৭২০.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশ কুড়ি টাকা);এবং সেই সাথে উক্ত তারিখ থেকে অর্থ পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের আর কোনো পূর্ব-নোটিশ বা বার্তা না দিয়েই জামানত সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনারা এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাদের দায় সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাংক নিচে প্রদত্ত তফসিলে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পদের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তার এনফোর্সমেন্ট বা অধিকার প্রয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং আপনার দ্বারা দাবিকৃত বিষয়টি পূরণ বা প্রতিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে সম্পত্তিটির দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩)-এর বিধান অনুযায়ী, ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পর জামানতকৃত সম্পত্তির (যার বিবরণ নিচে তফসিলে দেওয়া হয়েছে) কোনো প্রকার হস্তান্তর; যেমন বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে করা যাবে না।
উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো আইনি প্রতিকারের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশটি আপনাকে প্রদান করা হচ্ছে। আরও জানানো যাচ্ছে যে, ডিআরটি/ডিআরটি-র আরও /ডিআরএটি /আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন আইনি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং ইতিমধ্যে প্রাপ্ত বা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত কোনো আদেশ বা ডিক্রি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছে। আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানগুলোর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা জামানতকৃত সম্পত্তির ওপর আপনার 'রিডেম্পশন' বা সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উল্লিখিত ধারা ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা।

তপশিল
জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
বন্ধকদত্ত সম্পদ :
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাপ কমবেশি ৮১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে, পূর্ব দিকে ভবনের নাম দীপাশা, ভবন এর তিনতলায়, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ডব্লুসি সাধারণ লিফট সুবিধা, সুবিধা, পরিষেবা প্রেমিসেস নং ৭৩৩, জয়রামপুর জলা রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৯ এবং ডাক ঠিকানা : নং ৪১৫/১ গোয়ালা পাড়া রোড, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৬০। **উত্তরে :** শ্রীমতি নলিনী বালা নস্কর এর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** ১৮ ফুট চওড়া গোয়ালা পাড়া রোড। **পূর্বে :** শ্রীমতি শিবানী রায় এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** শ্রীমতি শেফালী দত্ত এবং রেবতী ভূষণ মন্ডল এর সম্পত্তি।

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

মুখ্যমন্ত্রীর ‘সম্পত্তি নিলামে’র ঘোষণায় আরামবাগের তৃণমূল নেতাদের হৃদকম্পন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দুর্নীতি ও বেআইনি সম্পত্তির বিরুদ্ধে এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। বিধানসভায় নিজের প্রথম জবাবি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিত দিলেন, দুর্নীতিবাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তা নিলাম করার জন্য শীঘ্রই নতুন বিল আনা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আরামবাগ মহকুমার দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতার ভয়ে কাঁপছে। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমার তাবর তৃণমূল নেতারা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে জেল খাটচ্ছেন অথবা পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন। এবার তাদের সম্পত্তি যদি নিলাম হয় তাহলে

তারা একেবারে পথে বসবেন। পাশাপাশি এখনও যারা গ্রেপ্তার হননি অথচ দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তারও ভয়ে অস্থির হয়ে রয়েছেন। প্রসঙ্গত, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে আরামবাগ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী থেকে শুরু করে গুনো খাঁড়া, রাকেশ আলি, গোঘাটের কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদ্বীপ দে থেকে শুরু করে শ্যাম বাজারের প্রধান শাহাবুদ্দিন ও তৃণমূল নেতা গিয়াস উদ্দিন, তৃণমূল নেতা সৌমেন দিগার, তৃণমূল নেতা স্বরুপ লাহা, পুরশুড়ার শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আজিম মল্লিক, হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তথা বর্তমান সদস্য মেহেবুব রহমান, আরান্ডি এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সোহরাব হোসেন, খানাকুল এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি দীপেন মাইতি-সহ বেশ কিছু নেতা জেল খাটচ্ছেন অথবা জেলে রয়েছেন। এরা সকলেই তোলাবাজি, মারধর-সহ আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। তাই বিজেপির দাবি, এদের সম্পত্তি তদন্ত করে নিলাম করা হোক। এছাড়াও আরামবাগ মহকুমার বহু তৃণমূল নেতার নামে বেনামে বহু অবৈধ সম্পত্তি রয়েছে। তারা সরকারি টাকা লুঠ করে এই সম্পত্তি করেছে বলে অভিযোগ বিজেপির। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই তারা রীতিমতো ভীত সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। বিশেষ করে খানাকুলের বহু তৃণমূল নেতা বড় বড় হোটেল কিনে রেখেছেন বিভিন্ন জায়গায়। তাদের সম্পত্তির যদি তদন্ত হয় তাহলে অনেক দুর্নীতি ধরা পরবে এবং ওই বিল পাশ হলে তাদের সম্পত্তি নিলাম হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। সবমিলিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণার পরই আরামবাগ মহকুমার বহুৎ তাবর ও দাপুটে তৃণমূল নেতার হৃদকম্পন অনেকটাই বেড়ে গেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় গ্রেপ্তার

এগারা গ্রামে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হল তৃণমূলের দুই নেতাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাণিগঞ্জ: ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূলের দুই নেতা অশোক হেলা ও বিবেক মন্ডলকে কোমরে দড়ি বেঁধে প্রায় এক কিলোমিটার পথ হাঁটিয়ে এগারা গ্রামে তল্লাশি চালাল সেন্ট্রাল ও রাজ্য পুলিশের বিশাল টিম। বাড়িতে তল্লাশির জন্য নিজেদের গ্রামেই পায়ে হেঁটে ঘোরানো হয় পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান অশোক হেলা ও তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা বিবেক মন্ডলকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের নির্বাচনের পর এলাকায় হামলা ও বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ রয়েছে এই দু’জনের বিরুদ্ধে। তল্লাশি চলাকালীন গ্রামবাসীরা ‘চোর’ স্লোগান দিয়ে দুই নেতাকে গোটা গ্রাম তাড়া করে। তবে কোনও ডিম বৃষ্টি বা শারীরিক আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় জুলুম, অত্যাচার

চালিয়েছে এই দুই নেতা। সেই অত্যাচারের শিকার গ্রামবাসীরাই তাদের ‘চোর’ বলে স্লোগান তোলে। যদিও অশোক হেলা ও বিবেক মণ্ডল নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ‘সারা রাজ্যে যেভাবে তৃণমূল কর্মীদের ওপর এই প্রক্রিয়া চলছে, এটা তারই একটা প্রভাব।’ অন্যদিকে বিজেপির যুব সদস্যরা দাবি করেছেন, ‘সমস্ত রকম দুর্নীতি ও অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই দুই নেতা।’

তারাতলা-কাণ্ডে মৃতদের পরিবারের পাশে থাকবে সরকার, আশ্বাস শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: অসুস্থ প্রবীণ বিজেপি নেতাকে দেখতে বসিরহাটে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তারাতলার নির্মীয়মাণ-দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি

বলেন, ‘তারাতলার নতুন কনস্ট্রাকশন ভেঙে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়াবে মানবিক সরকার। পাশাপাশি যারা এই কনস্ট্রাকশনে দুর্নীতি করেছে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করবে পুলিশ।’ বৃহস্পতিবার অসুস্থ বিজেপির প্রবীণ নেতা শেখর ব্যানার্জিকে দেখতে তাঁর বাড়িতে আসেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি শেখর ব্যানার্জি এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি শেখর ব্যানার্জির শারীরিক অসুস্থতার খোঁজ খবর নেন। বিভিন্ন তৃণমূলের নেতাদের অভিযোগের ফাইল এখনও বন্ধ সেই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘তৃণমূলের নেতারা এত দুর্নীতি করেছেন, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করতে হলে ব্রিগেড ভাড়া করতে হবে। তবে সবাই সাজা পাবে, কেউ ছাড় পাবেন না।’ এদিন তিনি আবারও বলেন, ‘বিজেপিতে তৃণমূলের কোনও ঠাঁই হবে না।’ পাশাপাশি তিনি রাজ্যজুড়ে পুরসভার নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধুদের ভাতা বাড়ানোর আশ্বাসও দেন। এদিন বসিরহাট পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা তাঁর কাছে দাবি জানান। তাদের কথা শুনে রাজ্য সভাপতি আশ্বাস দিয়েছেন, ‘সবে আমরা সরকারে এসেছি। আপনারা নিশ্চিত নিশ্চিন্ত থাকুন মানবিক সরকার আপনাদের পাশে আছে, আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।’

নেশামুক্ত ভারতের ডাক, পথে স্কুল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সচেতনতার বার্তা নিয়ে পথে নামল ইস্পাত নগরীর মেঘনাদ সাহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উদ্যোগে আয়োজিত নেশাবিরোধী সচেতনতা র‍্যালি বিদ্যালয় সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ারা হাতে প্ল্যাকার্ড ও সচেতনতামূলক স্লোগানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে নেশার ভয়াবহ কুফল তুলে ধরেন। বিশেষ করে যুবসমাজকে নেশার গ্রাস থেকে দূরে রাখার বার্তাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি। সেই উদ্দেশ্যেই আগামী দিনেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

‘পদত্যাগ’ আর ‘গ্রেপ্তার’ অব্যাহত বীরভূম জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এমনকি সরকারি বিভিন্ন পদ থেকে পদত্যাগ করার হিড়িক বেড়েছে বীরভূমেও। বোলপুরে ১৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর বিশ্বজ্যোতি ব্যানার্জিকে বুধবার গ্রেপ্তার করে বোলপুর থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে মারধরের অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার বীরভূমের প্রাক্তন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক মুখ ঢেকে এসে বোলপুর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং জামিন নেন। তার বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষককে বন্দুক দেখিয়ে ১২ লক্ষ টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার সিউড়ি পৌরসভার ১, ২, ৫, ৭ ,৮ ,৯, ১১, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলররা পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। এরফলে সিউড়ি পৌরসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হলো। চেয়ারম্যান আগেই ইস্তফা পাঠিয়েছিলেন সিউড়ি ২১টি ওয়ার্ডে পুরএলাকায় পুরপরিষেবা যাতে কোনও রকম অচল না হয় তার জন্য সদর মহকুমা শাসক সচেষ্ট হয়েছেন।

পিস্তল দেখিয়ে তোলাবাজি, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: পিস্তল দেখিয়ে মেলায় তোলাবাজির অভিযোগেদুই ভাইকে গ্রেপ্তার করল দুবরাজপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম তৌফিক খান ও রওনক জামাল খান। তাঁদের বাড়ি দুবরাজপুর ব্লকের লক্ষ্মীনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাট গোপালপুর গ্রামে। দুবরাজপুর ব্লকের আগয়া সংলগ্ন বুজরকি বাবার মেলা বসেছে । বুধবারন সেই মেলায় পিস্তল বের করে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর চাউর হতেই মেলায় পৌঁছয় দুবরাজপুর থানার পুলিশ। পুলিশকে দেখে মোটরসাইকেল নিয়ে দুই ভাই চম্পট দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পুলিশ তাদের পেছনে ধাওয়া করে দাতিন থেকে দুবরাজপুর যাওয়ার রাস্তায় আটক করে একটি নাইন এমএম পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। এরপরেই তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার তাঁদের দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে, ধৃত দুই ভাইকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

SBI

এসবিআই হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ই-মেল: sbi 10263@sbi co in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতাদের নাম শাখার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	(স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক)	নোটিশের তারিখ এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	শ্রী প্রিজম পোদ্দার এবং শ্রী বিমল পোদ্দার **ঠিকানা ১)** ২৭/৫ ১ম বাই লেন, হরে কৃষ্ণ নগর, থানা- সাঁকরাইল, পোঃ- দানেশ শেখ লেন, হাওড়া-৭১১১০৯ **ঠিকানা ২)** ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৩য় ফ্লোর, কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, থানামাকুয়া, সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১১০৯ লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৭৩১৫৮৯৬০৬৩ (এইচবিএল) এবং ৩৭৩১৫৯৪১৩৪৭ (সুরক্ষা) শাখা : এসবিআই বোটানিক্যাল গার্ডেন	**ফ্ল্যাটের বিবরণ :** আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা তৃতীয় ফ্লোরে ৩০২ নং, যার পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ আনুমানিক **১২৩৭ বর্গফুট,** যার মধ্যে রয়েছে তিনটি শোবার ঘর, প্রাইভিসহ দুটি বাথরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর এবং একটি বারান্দা, একটি ঠাকুর ঘর, যা **কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্টের** তৃতীয় ফ্লোরে ফ্ল্যাট হিসাবে চিহ্নিত, আরএস দাগ নং ২১৬ এবং এলআর দাগ নং ২৩০, আরএস খতিয়ান ৩৭০ এবং এলআর খতিয়ান নং ৩১৪১ -এর অধীনে, মৌজা- থানামাকুয়া, জেএল নং ৪০, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৪৫-এর মধ্যে অবস্থিত, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস রানীহাটির এখতিয়ারে, জেলা এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস হাওড়া, উক্ত ভবনের সাথে সংযুক্ত জমি এবং সাধারণ এলাকা ও সুবিধার আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ সহ। **ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** খোলা আকাশ, লিফট, সাধারণ জায়গা, **দক্ষিণে:** খোলা আকাশ, **পূর্বে:** খোলা আকাশ, **পশ্চিমে:** ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৩০৩ এবং লিফট। **সম্পত্তিটি শ্রী বিমল পোদ্দার এবং শ্রী প্রিজম পোদ্দারের নামে রয়েছে, যার দলিল নং ০৫০১১০৯০৪, সাল ২০১৭, বই-১, ০৫০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ৩০১৫১৯ থেকে ৩০১৫৫৬ -এ ডি.এস.আর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-এর অফিসে নিবন্ধিত।**	১৩(২) ধারায় নোটিশের তারিখ ২৩.০৪.২০২৬ এনপিএ -এর তারিখ ২০.০৪.২০২৬	লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৭৩১৫৮৯৬০৬৩ (এইচবিএল) এবং ৩৭৩১৫৯৪১৩৪৭ (সুরক্ষা) ২৮,৭৯,৪৫৫.০০/- টাকা (আটাশ লক্ষ উনআশি হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) ২৩.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী। এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে বকেয়া পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতে বাধ্য থাকবেন।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে ।

সুরক্ষিত সম্পত্তির দায়মুক্ত হওয়ার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২৬.০৬.২০২৬
স্থান: হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল) ১/১৬ ভি আই পি রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ই-মেল - sbi.15342@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সঙ্গীতা রায়** স্বামী শ্রী সঞ্জীব রায়, **ঠিকানা :** ইটারনিয়া- মাঝেরগ্রাম, ব্লক/টাওয়ার : ৭, ৪র্থতল, ফ্ল্যাট ৩ই, ২৩৩ বাদু রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, কলকাতা -৭০০০৭৩, **আরও ঠিকানা :** গণপতি পুর বসিরহাট, বসিরহাট-১, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৪১১। **জামিনদাতা : শ্রী সঞ্জীব রায়** ঠিকানা : গণপতি পুর বসিরহাট, বসিরহাট-১, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪১১। হোম লোন এ/সি নং : ৪০৭৪৫৮৬৮৯১৫, সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৪০৭৬১১৭৬২২১ শাখার নাম : এইচএলসি বিধাননগর।	**অংশ -১ :** (অনুগ্রহ করে সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি, যেমন চালু সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য , ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স সহ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি): দায়বদ্ধ মজুত এবং বুক ডেটস সমুদয়। **অংশ ২ : (উক্ত সম্পত্তির বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি যৌথভাবে পরিমাপ ৯.৭৭১৯ একর কমবেশি বিভিন্ন এলআর দাগ নং বিভিন্ন এলআর খতিয়ান নং , মৌজা: কুতুলশাহী এবং দিগবেড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে , অংশত অবস্থিত থানা বসিরহাট, এবং অংশত থানা মধ্যমগ্রাম, অংশত পো অফিস বসিরহাট অধিক্ষেত্রে এবং অংশত পো মধ্যমগ্রাম অধিক্ষেত্রে, হোল্ডিং নং ১০৪৮, কুতুলশাহী রোড, বসিরহাট পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৯, কলকাতা -৭০০১৫৫ এবং হোল্ডিং নং ২৩৩, বাদু রোড মধ্যমগ্রাম পুরসভা ওয়ার্ড নং ৪ (পূর্বতন পরিচিত ওয়ার্ড নং ১২), কলকাতা- ৭০০১৫৫, সংশ্লিষ্ট পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগদখলের অধিকার সহ পরস্পরাগতভাবে এবং পরিশিষ্ট,১ সংযুক্ত মতে উল্লিখিত এবং লাল কালিতে চিহ্নিত মৌজা : দিগবেড়িয়া : দাগ নং ৮, ১৪, ১৫, ২১/৫৬০, মৌজা : কুতুলশাহী, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৪/৫৯৬, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫১, ৫৫২, ৫৬৫, ৫৭০, ৫৭০/৫৯৫, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৪৫, ৫৪৮, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ৭, ৫৩৮ এবং ক্যানাল, **দক্ষিণে :** পুরসভা রোড (বাদু রোড), **পূর্বে :** ক্যানাল আরএস দাগ নং ৩, ৩৬৪, ২১, ৫৭৬ এবং ৬। **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৫৪২ অংশত ৫৪৬, ৫৪৯, ৫৬৫, ৫৪৯, ৫৬৬। **(অ্যাপার্টমেন্টের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট/ইউনিট নং ৩ই, পরিমাপ কার্পেট এরিয়া ৮৮৭ বর্গফুট কমবেশি বিল্ট আপ এরিয়া ১০২৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৬৮ বর্গ ফুট কমবেশি ৪র্থতলে, ব্লক -২৪, ফেজ -৩, এবং ১(এক) খোলা স্বাধীন কার পার্কিং স্পেস নং ও-১০৬ বৃহত্তর জমি পরিচিত ইটারনিয়া (মাঝেরগাঁও রোড) ফ্লোর প্ল্যানে উল্লিখিত মথে লাল কালিতে চিহ্নিত পরিশিষ্ট -২ অনুযায়ী। **সম্পত্তি সঙ্গীতা রায় এর নামে দলিল নং ১-০৪১২৩/২০২৩। চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ৭, ৫৩৮ এবং ক্যানাল। **দক্ষিণে :** পুরসভা রোড (বাদু রোড)। **পূর্বে :** ক্যানাল আরএস দাগ নং ৩, ৩৬৪, ২১, ৫৭৬ এবং ৬। **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৫৪২ অংশত ৫৪৬, ৫৪৯, ৫৬৫, ৫৪৯, ৫৬৬।	১০.০৬.২০২৬	২৯.০৩.২০২৬	১৭,০২,৯৯৪ টাকা (এইচবিএল) + ১,৮১,৫৫৯ টাকা (সুরক্ষা) মোট ১৮,৮৪,৫৫৩ টাকা (আঠার লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা) ১০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পদ্ধতিতে জারির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)কে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ‘সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২’-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের নোটিশ বাতিল করা হল

তারিখ : ১০.০৬.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল) ১/১৬ ভি আই পি রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ই-মেল - sbi.15342@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সঙ্গীতা রায়** স্বামী শ্রী সঞ্জীব রায় **ঠিকানা :** অশোকালয় অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এ৩, ৪র্থতলে,দীনেশ মজুমদার রোড, বিবেকানন্দ ক্লাবের নিকট, মৌজা : গণপতিপুর, জেএল নং ১০৩, এলআর দাগ নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ১৫১৮, ২০০৫, ২০০৪, ১৫১৭, বসিরহাট পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬, অধীন, পিন-৭৪৩১১১,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পো :এবং থানা : বসিরহাট। আরও ঠিকানা : গণপতি পুর বসিরহাট,বসিরহাট-১, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪১১। **হোম লোন এ/সি নং ৪১০৫০৮১৭৫০৭ সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৪১০৫১৭৭৭২০৯, টপ আপ লোন এ/সি নং ৪১০৬৩৮৩৫০৩৪, টপ আপ লোন এ/সি নং : ৪২২২০০১৫১৬৩। শাখার নাম : এইচএলসি বিধাননগর।**	**অংশ -১ :** (অনুগ্রহ করে সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি, যেমন চালু সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স সহ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি): দায়বদ্ধ মজুত এবং বুক ডেটস সমুদয়। **অংশ -২ (অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত সম্পাদিত বন্ধকী নথি/দলিল) (তপশিল বি) অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তির নির্ধারিত বিস্তারিত উল্লেখ করুন।) সম্পত্তির বিস্তারিত :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং এ৩, ৪র্থতলে পরিমাপ আনুমানিক ১১৫৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং বহুতলের সকলের ভোগ দখলের অংশ নাম **“অশোকালয় অ্যাপার্টমেন্ট”,** নির্মিত জমির পরিমাপ ০৯.১০৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : গণপতিপুর,জেএল নং ১০৩, আরএস নং ২৮৬, ৩১, সিএস/এলআর দাগ নং ১১৫, আরএস খতিয়ান নং ১৫১৭, ১৫১৮, ২০০৫, ২০০৪, ১৯৮০, ১৭০৪, ১৯৯২, হোল্ডিং নং ১১০২, দীনেশ মজুমদার রোড, ওয়ার্ড নং ০৬, স্থানীয় বসিরহাট পুরসভা অধীন, থানা : বসিরহাট, এডিএসআরও বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** জয়হরি বিশ্বাস। **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া দীনেশ মজুমদার রোড। **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ সড়ক। **পশ্চিমে :** অশোক সেনগুপ্ত।	১০.০৬.২০২৬	২৯.০৩.২০২৬	১৭,৭৮,০৫৭ টাকা (এইচবিএল) + ১৩,৯৬,৪১৫ টাকা (টপ আপ) + ৯,৫৫,৪৫১ টাকা (টপ আপ) + ৭৫,৪৪৩ টাকা (সুরক্ষা) মোট ৪২,০৫,৩৬৬ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ পাঁচ হাজার তিনশ ছেষট্টি টাকা) ১০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পদ্ধতিতে জারির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)কে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ‘সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২’-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের নোটিশ বাতিল করা হল

তারিখ : ১০.০৬.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, বাঁকুড়া ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত, প্রতীকী দখলীকৃত (সম্পত্তির নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ চিহ্ন) এবং **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে** নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দখলদারি নেই, যাইহোক ইচ্ছুক দরদাতা তাদের নিজ স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিতে পারেন সংশ্লিষ্ট দখলদারি, নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে ডাক দাখিলের পূর্বে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	**১. শ্রী খালেক শাহ** পিতা নুর আলি শাহ **২. শ্রীমতি সাহানা খাতুন** স্বামী খালেক শাহ। শাখা : রেয়াপাড়া	স্বত্ব দলিল নং ১-৬৯৬৩ -২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের, **সম্পত্তি শ্রী খালেক শাহ,** এর নামে, মৌজা : কামালপুর, জেএল নং ২২০, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৩৪, আরএস প্লট নং ৮০১, এলআর প্লট নং ৮৪২, এরিয়া : ৪ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বাস্তু। **সম্পত্তি আইডি : CBINBANK1600KHALEK**	ক) ০৩.০৪.২০২৫ খ) ২২.২৪ লাখ টাকা গ) ২৯.০৭.২০২৫ (প্রতীকী দখলীকৃত)	আরপি : ২৪,৪০,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ২,৪৪,০০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা

ই-নিলাম	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	ইএমডি শুরুর তারিখ এবং সময় নিলাম পরিমাণ জমার জন্য	ইএমডি জমার শেষ তারিখ এবং সময়	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
সমস্ত সম্পত্তির জন্য	২০ জুলাই ২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	২৩ জুলাই ২০২৬ সকাল ১০টা	২৮ জুলাই ২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	২৮ জুলাই ২০২৬ সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার মাধ্যমে নিলাম পরিচালিত হবে : ই-নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট : https://baanknet.com/
ই-নিলাম এজেন্সির সহিত যোগাযোগের বিস্তারিত : পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং : +৯১ ৮২৯১২২০২২০, ইমেল : support.baanknet@psballiance.com
ডাকদাতার নথিভুক্তি এবং ইএমডি প্রদান/ ফেরত সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে : ই-মেল : support.baanknet@psballiance.com। **অনুগ্রহ করে কাজের দিন কাজের সময়ে হেলপডেস্ক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।**
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে।
পদক্ষেপ ১ : ডাকদাতা/ক্রেতার নথিভুক্তি : ডাকদাতাকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্তি করতে হবে https://baanknet.com/ নিজের মোবাইল নং এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে।
পদক্ষেপ ২ : কেওয়াইসি যাচাই : ই-কেওয়াইসি এর ক্ষেত্রে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন পদক্ষেপ ১ এবং ২ ডাকদাতাকে যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে হবে।
পদক্ষেপ ৩ : ইএমডি পরিমাণ : আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে অনলাইন মোডের মাধ্যমে ইএমডি দাখিল করতে হবে (এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাঙ্কিং) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে যথেষ্ট পূর্বে/নিলাম চলাকালীন সময়ে। কোনও কারণে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ না পাওয়া গেলে, সিস্টেম ডাক দিতে দেবে না। নথিভুক্তি, কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে, নিলামের সময়ের পূর্বে। ডাকদাতারা একটি বা সকল সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে পারেন। ওয়ালেটে যথেষ্ট পরিমাণ ইএমডি থাকলে তবেই ডাকদাতারা নিলামের দিন ডাক দিতে পারবেন। ডাকদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থ থাকতে হবে (> ইএমডি পরিমাণ) ডাকের সময়ে। একাধিক সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে চাইলে প্রতিটি সম্পত্তির জন্যই ইএমডি দাখিল করতে হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় জন্য কিছু সময় লাগতে পারে, ফলে ডাকদাতাদের নিজের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে প্রাক-ডাক ইএমডি পরিমাণ দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
নিলাম প্রক্রিয়াকালে ডাক/ ইএমডি দাখিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে https://baanknet.com/ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।
পদক্ষেপ ৪ : ডাকের প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল :
আগ্রহী নিবন্ধিত ডাকদাতারা পদক্ষেপ ১, ২ এবং ৩ সম্পূর্ণ করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে ডাক দিতে পারবেন।
কোনও কারণে কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবল একজনই ডাকাদাতা থাকেন তবে তিনি ই-নিলামে অংশ নেবেন এবং সারণিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য বর্ধিত পরিমাণের সমতুল পরিমাণ ডাক পরিমাণ দেবেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে তিনি সফল ডাকদাতা হিসেবে ঘোষিত হবেন না।
অনুগ্রহ করে https://baanknet.com/ প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে ইএমডি দাখিল /নিলামের সময়ে ডাক দিতে।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.centralbankofindia.co.in লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৬
স্থান : বাঁকুড়া

ইমেল আইডি : recvbankro@centralbank.co.in মোবাইল নং : ৭২০২৯৩২৮২৯

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জরুরি অবস্থা সংবিধানের ওপর সরাসরি আঘাত: মোদী

গণতন্ত্রের ইতিহাসে অন্ধকার দিন: রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: জরুরি অবস্থার ভয়াবহ সেই সময়ের কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'আজ আমরা সেই সকল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাই, যাঁরা ভারতের ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকারতম অধ্যায়, জরুরি অবস্থার সময়ে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অবিচলভাবে রক্ষা করেছিলেন। জরুরি অবস্থা ছিল আমাদের সংবিধানের ওপর সরাসরি আঘাত। এর ফলে নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত করা হয়েছিল, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, সমাজকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আঘাত হানা হয়েছিল।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, 'একইসঙ্গে জরুরি অবস্থা সেই অগণিত নাগরিকের অসাধারণ সাহসিকতাকেও প্রকাশ করেছিল, যাঁরা নীরব থাকতে অস্বীকার করেছিলেন এবং আমাদের সংবিধানে খোদিত আদর্শকে সমুন্নত রেখেছিলেন। আমাদের সকলের জন্য, আমাদের সংবিধান হলো ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আকাঙ্ক্ষা, অধিকার এবং কর্তব্যের এক মূর্ত প্রতীক। আমরা সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষা করার জন্য আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। আমাদের সংবিধানের চেতনায় পরিচালিত হয়ে, আমরা এমন এক ভারত গড়ে তুলব যা ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।' উল্লেখ্য, সাল ১৯৭৫, ২৫ জুন মধ্যরাতের এক আদেশের মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্রের আলোকশিখা জোরপূর্বক নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জরুরি অবস্থার সেই ভয়াবহ স্মৃতি বৃহস্পতিবার স্মরণ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে রাজনাথ সিং জানান, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সেই অন্ধকার দিন, যেদিন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থার সময়, ক্ষমতার দম্ভে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পদদলিত করা হয়েছিল, হাজার হাজার রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী, সাংবাদিক এবং সাধারণ নাগরিককে বিনা কারণে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং ভিন্নমতের কণ্ঠস্বর দমন করা হয়েছিল। সেই যুগে, সংবিধানের মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে দুর্বল করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। রাজনাথ আরও জানান, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দিনটিকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে এই অন্ধকার অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গণতন্ত্রের ওপর সেই আঘাত কখনও ভুলে না যায়। এই দিনটি গণতন্ত্র, নাগরিক স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার একটি সুযোগও বটে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সংবিধান আমাদের দেশের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং আমাদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শক্তিশালী ভিত্তি, যার সুরক্ষা আমাদের সকলের দায়িত্ব।'

ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শ্রীমন্ত মল্লিকের

বেহালার ক্রীড়া পরিকাঠামো ও ফুটবলের অগ্রগতি বজায় রাখতে রাজ্যের নবনিযুক্ত ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান তথা বেহালা অ্যাথলেটিক্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কর্ণধার শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। সম্প্রতি বেহালা অ্যাথলেটিক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবল দল তৃতীয় ডিভিশনে রানার্স-আপ হয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সেই সাফল্যকে সম্মান জানাতে এবং বেহালার দুই নবনির্বাচিত বিধায়ক;ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও বেহালা পূর্বের বিধায়ক শঙ্কর শিকদারকে সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যই ক্রীড়ামন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান শ্রীমন্ত মল্লিক।

TITAGARH MUNICIPALITY

Date Corrigendum Notice

Due to insufficient bidders, the critical dates in respect of work for Removal & disposal work of garbage in a segregated manner i.e. bio-degradable & non bio-degradable separately /refuse/silt/soil/mud, etc. from the jurisdiction of Titagarh Municipality on daily basis from **6.00 a.m. to 8.00 p.m.** & during festive days **5.00 a.m. to 10.00 p.m. (Tender ID: 2026_MAD_1027842_1)** are rescheduled as hereunder.

Event	Rescheduled dates
Tender submission closing date (on line)	04.07.2026 at 17.00 hours
Tender opening date for Technical proposals (on line)	07.07.2026 at 17.00 hours

For details visit our website: **https://wbtenders.gov.in** & our Notice Board.
Date: 26.06.2026. Sd/- **Executive Officer, Titagarh Municipality**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Murshidabad Division, Municipal Engineering Directorate, Urban Development & Municipal Affairs Department
Barrack Square 6C, Square Field (South) Berhampore, Murshidabad, PIN-742101, Phone & Fax : (03482) 250679, E-Mail : ee.bhp.med@gmail.com

NOTICE FOR DATE CORRIGENDUM

Key date are modified for works for Water Supply Scheme within Kandi Municipal area under AMRUT 2.0 on Item Rate basis as detailed below :

Sl. No.	Name of the ULB	Tender ID	End date of Bid Submission extended from
1.	Kandi	2026_MAD_5014999_1	**24.06.2026** up to **18:00 Hrs** to **03.07.2026** up to **18:00 Hrs**

Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in** Sd/-
EE, Murshidabad Division, M.E. Directorate

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD,Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIT No.02(2nd Call) of 2026-2027 Tender ID: 2026_WBPWD_5015922_1. Bid submission start date 29.06.2026. Bid submission end date 06.07.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T11148(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-tender is invited by the E.E., NTKMD, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKMD/e-09 of 2026-27 and ID : 2025_PHED_1029379_1 for Supply & installation AC at JKB. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is 27.06.2026 upto 10:00 A.M. Sd/- EE/NTKMD, P.H.E. Dte.
ICA- T11062(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)/FAWS-II/T-01 of 2026-27
Online percentage premium two-part tender is invited by the Executive Engi (E/M)/FAWS-II, E/M Sector, KMDA, 83/1 Vivekananda Road, Kolkata-700006, fro reliable, resourceful, bonafide and expe enced agencies, for the work **Name of Work, Estimated amount, Earnest Money to be Deposited, Time of C pletion,** Supply, delivery, installation of HP submersible pump motor set with a works in newly constructed replaced of DTW based pumping station (P.H 02) of Sultanpur-II zone located near by Khalishakota Boys School under North Dumdum Municipality under FAW scheme., Rs.3,68,907/-, Rs.7,378/- (Ba anced amount to determine @ 2% of tract / accepted amount is to be depo before issuing of work order), 07 w.e.f date of work order, **Last date & tim of Online Tender submission 08.07.2026, 13:30 hrs,** for details contact the above office or visit both web **www.kmda.wb.gov.in** **(KMDA-167),** **www.wbtenders.gov.in**
ICA- T11029(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-Tender Notice No. KMDA/HOUSING/EE/DIV-I/Circle V (BSUP)/NIT-03/2026-2027
Online e-tender is invited by the Exec Engineer, DIV-I, Circle V (BSUP), Hous Sector, KMDA (Erstwhile KIT) 1st Flo Block-A, Unnayan Bhawan, DJ-11, Secto II, Salt Lake, Kolkata- 700091 from able, resourceful, bonafide an experienced firms / companies / individ / partnership firm contractors, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Providing Sweeper for day to day cleaning sweeping at scheme no. BRS-LXXX Shyam Bose Road under erstwhile K Scheme No. 106, Chetla, Kolkata- 7 027 for one year under Housing Sec KMDA., Rs.1,90,753/- (Including GST LWC), Rs.3,820/-, 01 year, **Last date & time for online Tender Submissio 06.07.2026, Time: 12.00 hrs,** for details contact the above office or visit both sites. **(KMDA-179)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T11031(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Commissioner of Police, Kolkata for **1)** Supply of Veterinary medicine & Surgical items for use of Kolkata Police Dog Squad, **2)** Supply of Veterinary medicine (Oral Acaricides) and Veterinary Pathological Tests including Radio diagnosis for Kolkata Police Dog Squad for the financial year 2026-27 and a part of 2027-28. Last date for submission of the tender is 02.07.2026 up to 15.00 hours. NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata
ICA- T11066(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD Kolkata Lok Bhavan, Sub-Division invites online Tender / Quotation NIeT No. WBPWD/AE/KLB/NIeT-02/2026-2027 for the work of "Extension of Furniture Godown at the Compound of Ministers Quarter at North - West Corner of Lok Bhavan, Kolkata under S.G.E./W.B. during the year 2026 - 2027.. Estimated Amount Put to Tender Rs.4,38,965 . 00 Tender Id: 2026_WBPWD_5015901_1. Bid submission start date (online) 02.06.2026 from 06:00 p.m. Bid submission closing date (online) 09.06.2026 upto 2:00 p.m. Details may be seen in website http://www.tenders.wb.gov.in PWD helpline No. (033)-22236236. Corrigendum if issued will be published in website only. If any discrepancy arise between different sources of advertisement. The advertisement in Dept. website will prevail. Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata Lok Bhavan Sub-Division.
ICA- T11095(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum Notice
Corrigendum of NIeT No. WBPWD/SE/SC/NIeT01/2026-2027/Sl. 3. Circulated vide memo no. 535 (W) dt. 24.06.2025 for the work Permanent road restoration works of different stretches under AMRUT-2 Project in the district of South 24 Parganas during the year 2025-26 the road name is Fatepur-Falta Road (Tender ID : 2026 _WBPWD _5014264_3) Estimated Amount : Rs. 16694800.00. Bid submission closing (online) extended upto 30.06.2026 at 1:00 P.M. Sd/- Superintending Engineer Southern Circle, PWD.
ICA- T11101(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Replacement of old VRF type Air Conditioning Machine by new Conceal Split and Cassette type Air Conditioning Machine with allied Electrical Works at Seminar Hall, Senior Special Secretary Chamber, Additional Secretary Chamber at Department of "Sundarban Affairs" Mayukh Bhawan (3rd floor), Salt Lake, Kolkata-91--EI Works." Tender No: WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-07/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015950_1. Document Download Closing Date: 09.07.2026 up to 15.00 Hrs. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division
ICA- T11160(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. **1.** "Annual Maintenance of Local Area Network(LAN) with Allied Infrastructure in connection with Implementation of e-Office at R.R. & R Directorate at Karigori Bhawan, 1st Floor, Newtown Rajarhat, Kolkata-700160 for 01 (One) Year. [Job No: KIT/OW/048 of 26-27]." e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-056/T/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015832_1. Bid Submission Closing: 06.07.2026 up to 03.00 P.M. **2.** "Repair/Replacement of damaged components for Entire Data-Networking Connectivity at Housing Directorate, Govt. Of West Bengal at 1st floor Block-A at New Secretariat Buildings, 1, K.S. Roy Road, Kolkata-700001 [Job No: KIT/OW/049 of 26-27]." e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-057/T/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015894_1. Bid Submission Closing : 06.07.2026 up to 03.00 P.M. Sd/- Executive Engineer, Kolkata IT Division, PWD.
ICA- T11120(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "S.I.T.C of new Lift of suitable capacity in replacement of the existing old Lift in existing lift well and allied Electrical Installation work at (G+10)-storied Academic building within Alipore campus of University of Calcutta.----Electrical Installation work." eNIT No.- **WBPWD/EE-ECD/e-NIT-08 (2nd Call) /2026-27. Tender ID :2026_WBPWD_5014303_2.** Bid submission start date (online) : 02.07.2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 08.07.2026 upto 02:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T11123(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 01.07.2026 up to 14.00 P.M. for the following job "Vertical Extension over roof top of kitchen at Lumbini Park Mental Hospital.." vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-09/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5015147_1 Detail information/download/upload will be available from the website:7, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/-Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T11130(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 28/ City (LB) of 2026–27 of The Executive Engineer–II, City Division, PWD. for 2(Two) Nos. Day to day sweeping and cleaning works from bonafied outsider only having credential for similar nature of work. Bid submission closing date (online) will be on 07.07.2026 at 15.00 hrs. for Tender ID: 2026_WBPWD_5015765_1/2 Other details may be seen from the web site: http://etender.wb.nic.in & http://wbpwd.in Sd/- Executive Engineer-II, City Division, P.W.D
ICA- T11131(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NO :- WBPWD/AE/BNWSD-III/NIT-05e /2026-2027. AE. PWDte, Bidhannagar West Sub Division III. Purta Bhavan, invites e-tender for the works detail published in the website https://tenders.wb.gov.in Ref:- e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015955_1 Document download/sale start date(online) 24.06.2026 from 06.30 PM. Bid submission end date 03.07.2026 upto 11.00A.M. Sd/-AssistantEngineer, Bidhannagar West Sub Division-III, P.W.Dte.
ICA- T11141(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD_II/ NIeT_07/ 2026–2027. A.E., Central Kolkata Health Sub Division – II, P.W.D invites online tender for the work : "Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital – New building – Strengthening and removing old damaged paved surface with chequered tiles and repairing the damaged part of the fallen S.S. railing of a ramp in North side of the building, during the year 2026-2027 and other 01 work". TENDER ID : 2026_WBPWD_5015941_1 & 2. Bid proposal Submission Closing/ end date: 09-07-2026 upto 3:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be obtained from : http://wbtenders.gov.in Sd/- A.E., Central Kolkata Health Sub Division – II, P.W.D., Kolkata – 14.
ICA- T11139(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER CORRIGENDUM
AE/RGKARESD/P.W.Dte. extends the online e-tender Bid submission date for the work "Replacement of Old damaged Distribution Boards under the jurisdiction of R G Kar MCHES-I" e-N.I.Q No.: 26/Q of 26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5015350_1. Extended Bid Submission Closing Date (online) : 30/06/2026 upto 4:00 PM. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte R.G.Kar Electrical Sub-Division.
ICA- T11106(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "Enhancing Built environment accessibility for person with disabilities under Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) in Bio- Chemistry Building within the campus of Medical College & Hospital, Kolkata ---- Electrical Installation Work---- Part (A) SITC of Lift." e-NIQ No. :- WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-79/2nd Call/2025-26. Tender Id :2026_WBPWD_5013958_1. Submission Closing Date extended from 23/06/2026 to 07/07/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/-U.Bala/EE-II/KNHED/PW Dte/Govt. of WB
ICA- T11140(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD CORRIGENDUM
Superintending Engineer, P.W.D, Southern Electrical Circle invites online e-Tender for the work :- Construction of New Building (G + 4) with foundation of (G + 8) in the Court Premises of Bongaon in the District of North-24-Parganas ---- External EI Work (Sub-Station and Compound Light) NIT No: WBPWD/SESEC/eNIT-01/26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5015099_1. Bid Submission Closing date (Online): 06/07/2026. Instated of Bid Submission Closing date (Online): 23/06/2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Senior Superintending Engineer, P.W.D Southern Electrical Circle.
ICA- T11145(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD-II/e-NIQ04/26-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5015926_1) Online Tender is hereby invited by the the Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub-Division-II. (Ground Floor R-13), Salt Lake Purta Bhavan, Kolkata-700091. from the eligible contractors for the following works: Name of Work: SIT&C of Air Conditioning Machine in "O" Cell of State Vigilance Commission at 1st Floor, East Block of Bikash Bhawan, Salt lake-700091. Bid submission start:07.07.2026 at 09:00 AM Bid Submission end: 14.07.2026 , at 01:00 PM. Bid Opening Date:17.07.2026, at 01:30 PM. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-P. Karmakar. Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub-division-II.
ICA- T11132(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD Kolkata Lok Bhavan, Sub-Division invites online Tender/Quotation NIeT No. WBPWD/AE/KLB/NIeT-03/2026-2027 for the work of **"Cleaning of water hyacinth and adjacent Jungle for Moti Jheel and Serpentines Jheel near Barrackpore Flag Staff House under S.G.E./W.B. during the year 2026 – 2027 and one other work."** Estimated Amount Put to Tender (Rs. 3,66,724/-) (Rs. 4,33,740/-), Tender Id : 2026_WBPWD_5015933_1. Id : 2026_WBPWD_5015933_2. Bid submission start date (online) 02.07.2027 from 06:00 p.m. Bid submission closing date (online) 10.07.2027 upto 2:00 p.m. Details may be seen in website **http://www.wbtenders.gov.in** PWD helpline No. (033)-22236236. Corrigendum if issued will be published in website only. If any discrepancy arise between different sources of advertisement. The advertisement in Dept. website will prevail. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D. Kolkata, Lok Bhavan Sub-Divn.
ICA- T11154(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ11/2nd/26-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5015887_1. Name of Work : Electrical Installation cum renovation and modification type Electrical work for converting the reading room at the ground Floor situated just right side of the Judges Lift into one full-fledged Conference Room at Main Building of the Hon'ble High Court at Calcutta -- Additional type work like Supply, Installation, Testing and Commissioning of Split type AC machines. Bid Submission End Date: 04/07/2026 upto 16-00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte. High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T11115(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER CORRIGENDUM
AE/RGKARESD/P.W.Dte. extends the online e-tender Bid submission date for the work " Supply and delivery of portable ladder, Vacuum cleaner and Thermal Imager Camera for Smartphone for everyday maintenance within the campus of R.G.Kar MC&H " e-N.I.Q No.: 27/Q of 26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5015371_1. Extended Bid Submission Closing Date (online) : 30/06/2026 upto 4:00 PM. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte R.G.Kar Electrical Sub-Division.
ICA- T11107(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD CORRIGENDUM
Senior Superintending Engineer, P.W.D, Southern Electrical Circle invites online e-Tender for the work :- Construction of college building (second Campus) (G+5) upto third floor at Mrinalini Datta Mahavidyalaya, Nimta, Kolkata-700049.-- SITC of Air-Conditioning System. NIT No: WBPWD/SESEC/eNIT-13(2nd)/25-26. Tender Id: 2026_WBPWD_ 5014946_1. Bid Submission Closing date (Online): 06/07/2026. Instated of Bid Submission Closing date (Online): 23/06/2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Senior Superintending Engineer, P.W.D Southern Electrical Circle.
ICA- T11146(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W. Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of **"Supply, Installation, testing & commissioning of passenger lift and allied Electrical Installation work at front side of Bhabani Bhawan Main Building, Alipore, Kolkata-27 ---EI work."** eNIT No.- **WBPWD/EE-ECD/e-NIT-07(2nd Call)/2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014301_2.** Bid submission start date (online) : 02.07.2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 08.07.2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, P.W. Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T11124(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no.- **WBMSCL/NIT-585/2026, Dated – 24/06/2026. "Supply, Delivery, Installation of Exhaust Fan including EI Works for PSA Plant at MR Bangur SSH."** 2) Bid reference no.- **WBMSCL/NIT-586/2026, Dated – 24/06/2026. "Supply and Delivery of 40 nos. 75 AH SMF battery for 60 KVA UPS at Panskura SSH, Purba Medinipur."** Last date of submission of bid (online)–08/07/2026 up to 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 01/07/2026 at 03:00 P.M. request for Clarification, if any, may be sent to **cpee@wbmsc.gov.in** Sd/- General Manager, WBMSCL Additional Secretary to the Govt. of West Bengal.
ICA- T11065(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NO:- WBPWD/AE/NKHSD-I/NIeT-02/26-27
1. ID & BG Hospital, Beliaghata - Emergent repair, replacement of vitrified tiles flooring including chase cutting of paper joint with epoxy grouting work at Vice Principal Office, Cafeteria and Auditorium room of Government College of Nursing and Students Hostel Building along with other allied civil works, during the year 2026-2027. Tender ID - **2026_WBPWD_5015875_1.** 2. ID & BG Hospital, Beliaghata -Emergent replacement of old damaged GI sheet roofing in gangway corridor at in front of Admin building, Nursing School, Microbiology building to Radiology Building with minor repairing and painting work at ID & BG Hospital campus premises, Beliaghata, during the year 2026-2027. Tender ID- **2026_WBPWD_5015875_2.** 3. ID & BG Hospital, Beliaghata - Supplying and laying of full body vitrified tiles and vinyl flooring in floor including screed concreting with water proofing coating in floor and expansion joint treatment including supplying, fitting and fixing wooden cupboard at E-classroom of 2nd floor level, ANM(R) training school, during the year 2026-2027. Tender ID- **2026_WBPWD_5015875_3.** 4. ID & BG Hospital, Beliaghata-Emergent wooden walling at ladies changing room in front of GB Block security supervisor room with M.S ornamental grill work at in front of Admin building and distress concrete removal of all the building including all the floors under ID & BG Hospital Campus Premises, Beliaghata to prevent any accidental injury, during the year 2026-2027. Tender ID - **2026_WBPWD_5015875_4.** 5. Emergent Construction false-ceiling, renovation and other allied S&P works of dismantled portions of Beliaghata campus with painting and patient party FRP Doors at ground floor and allied works, during-2026-2027. Tender ID - **2026_WBPWD_5015875_5.** 6. Salt Lake Sub-Divisional Hospital :- Cleaning compound premises, Underground sewerage line, roof of different hospital building & Removal of rubbish, during the year 2026-2027. Tender ID - **2026_WBPWD_5015875_6.** ** Documents download start date (Online):- 24/06/2026 from 09:00 A.M. ** Bid proposal submission start date (Online):- 24/06/2026 from 10:00 A.M. ** Bid proposal Submission Closing/end date (Online):- 10/07/2026 up to 12:00 P.M. ** Date and time of opening of Technical Proposals (online):- 13/07/2026 up to 12:10 P.M. Remarks :- The work is related to emergency of the Hospital Campus. Details shown in **www.pwdwb.in** Sd/- Assistant Engineer (PWDte.), North Kolkata Health Sub-Division-I.
ICA- T11111(1)/2026

OFFICE OF THE AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK MURSHIDABAD
N.I.e.T NO:-01/AMLAI G.P/2026-27(2ND CALL), Dated:-24/06/2026 Date of Publication of E-NIT 25/06/2026 (FROM 11.00 a.m.) Document download start date & Time 25/06/2026 (FROM 11.00 a.m.) Document download end Date & Time 02/07/2026 (1.00 p.m.) Bid submission start date & Time:- 25/06/2026 (FROM 11.00 a.m.) Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid.:- 02/07/2026 (1.00 p.m.) Date & Time of opening of Technical Bid at the Office of the Prodhan Amlai Gram Panchayat:- 04/07/2026 (2.00 p.m.) Details see: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan Amlai Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with the vide NIQ No:- **01/HPGP/2026-27 With Vide Memo No 708/1(7)/HPGP/ 2026-27 Dated:-25/06/2026.** The Last date for submission of Bids **07/07/2026 upto 02.00 P.M.** For details please visit The Office Notice Board of Hariharpara GP.
Sd/-, Prodhan, Hariharpara Gram Panchayat

BHATPARA MUNICIPALITY
Ref.:e-NIT No.-MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/103. Date-24/06/2026 e-NIT is invited by the Executive officer, Bhatpara Municipality for 03nos. different works in different wards in Bhatpara Municipality. Last Date of Submission of Tender is on 04/07/2026 at 16:00PM. Details may be seen in **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer, Bhatpara Municipality

Abridged Tender Notice
Name of Work : House Service Connection in Zone-I, III, IV within Memari Municipality under AMRUT 2.0
NIT No.: **02 of SE (WC)/MED/2026-27**
Dated : **24.06.2026**
Tender ID No.: **2026_MAD_5015973_1** to **2026_MAD_5015973_3**
Last date of submission : **21.07.2026**
Interested bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **SE, WEST CIRCLE, M. E. Dte. Bardhaman**

e-Tender Notice
E-Tender is being invited for Civil Works, detail of which available on : **http://wbtenders.gov.in. NIeT No01/R-II GP/2026-27 &** Bid submission date is 25-08-2026 (18.00 hours) up to 03-07-2026 (18.00 hours). Technical Bid Opening–06/07/2026, at 11.00 hours. GP- Radharghat-II, Block-Berhampore Dev. Block Dist- Murshidabad.
Sd/- Prodhan Radharghat-II GP

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT CELL & DISTRICT MISSION MANAGEMENT UNIT, SURI : BIRBHUM.
Abridged Tender Notice No. 01/V-18/DMMU/BIR/2026-27, Dated-25.06.2026
Project Director, DRDC, Birbhum & Addl. District Mission Director, DMMU, Birbhum invites e- Tenders for "Fabrication of Aluminium partition with supply, installation, testing & commissioning of 2 ton AC (2 nos.) machine at DRDC Building, Suri, Birbhum" Detailed information is available at the website **http://wbtenders.gov.in**.
Sd/- ADMD, DMMU & Project Director, DRDC, Suri : Birbhum.
Memo No- 82(2)7/Inf(advt)Bir ,Dated-25/06/2026

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
টেন্ডার নং ৭২২৬৩৬৮৭, তারিখ: ২২.০৬.২০২৬। ২০.০৬.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত **টেন্ডার নং ৭২২৬৩৬৮৭,** টেন্ডার খোলার তারিখ: ০৮.০৭.২০২৬, [illegible] সংশোধন করা হয়েছে। [illegible] **ক্রম নং, পিএল কোড, আইটেম নাম, বিবরণ : সংশোধিত মূল্য বিবরণ** [illegible] **দফা বিবরণ, বর্তমান মূল্য,** [illegible] **বিবরণ : বর্তমান মূল্য :** [illegible] বিস্তারিত বিবরণ পরিবর্তিত বিবরণ সর্বশেষ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
PR-397 AMM/HQ/CLW/Chittaranjan
দেখুন : www.facebook.com/clwrailways

NOTI E
Executive Engineer, Berhampore Division – I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 11 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) location of Saktipur Police Station under Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026. The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer , PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **27/06/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **27/06/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **27/06/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **27/06/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
সার্ভে ডিপার্টমেন্ট
৭ম তল, অ্যানেক্স বিল্ডিং, হাওড়া - ৭১১ ১০১, ফোন: (+৯১-৩৩) ২৬৮-৩২১১-১৩, ওয়েবসাইট: www.myhmc.in, ইমেল: survey@myhmc.in/hmc.survey249@gmail.com
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-হাওড়া পৌর নিগম এলাকায় রোডস/স্ট্রিটস ইত্যাদির হোর্ডিংয়ের নিলামের জন্য মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেড কে বিক্রয় এজেন্ট নিযুক্ত করেছে। বিস্তারিত এমএসটিসি লি এর ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com থেকে বিস্তারিত জানা যাবে।
২৮(৩)/২৬-২৭ এ. ই. (সার্ভে)
২৫.৬.২৬ এইচএমসি

HOOGHLY ZILLA PARISHAD
Quotation Ref No.: NIT-001 of 2026-27
Short Notice Quotation (offline) is invited from reputed and resourceful contractors for the work 'Emergent Temporary Installation Hanger Structre Shed for 15 Rooms (Double Bedded) Office accommodation (80x60) inclusive Branding & all taxes (1 no Hanger 4800 sq.ft. x 42 days) at Tarakeswar i.c.w Shrabani Mela 2026 Tarakeswar in the District of Hooghly. Closing date of bid submission is 29-06-2026. For further details. please log on **https://hooghly.nic.in**
178(3)/HD/ICA/ADVT District Engineer
Date :- 25-06-2026 Hooghly Zilla Parishad

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungrampgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-02/2026- 2027, Dated: 24-06-2026.** The last date for online submission of tender is 01-07-2026 (Wednesday) upto 16:00 Hours. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungrampgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-01/2026-2027, Dated: 23-06-2026.** The last date for online submission of tender is 01-07-2026 (Wednesday) upto 16:00 Hours. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৭৬৬, তারিখঃ ২৪.০৬.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম ভবন, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত বৈদ্যুতিক কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্রম নং. ১; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৬৭-আর; কাজের নামঃ** এডিইএন/রামপুরহাট-এর আওতাধীন এলএইচএস ৩৬, ৪০, ৩৮ ইত্যাদিতে বর্তমান এলএইচএস-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরন সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ;যার মধ্যে রয়েছে উভয় প্রবেশপথে ছাদ বা আচ্ছাদন নির্মাণ, জল সংরক্ষণের আধারসহ সাম্প তৈরি এবং উভয় প্রান্তে নিকাশি ব্যবস্থার সংস্থান; **টেন্ডার মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ২৬,৩২,০২৮.০০; **বিড সিকিউরিটি(বায়না অর্থ জমা)(টাকা)ঃ** ₹ ৫২,৭০০.০০; **ক্রম নং. ২; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৩৪; কাজের নামঃ** হাওড়া এলাকার প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশনগুলোর ১০০টি স্থান/স্টেশন/কেবিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন। **টেন্ডার মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ৩,৮৩,২১,৪২২.০০; **বিড সিকিউরিটি(বায়না অর্থ জমা)(টাকা)ঃ** ₹ ৭,৬৬,৪০০.০০; **ক্রম নং. ৩; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫০৯-আর১; কাজের নামঃ** ''ব্যান্ডেল ডিপোতে বিসিএন প্রিমিয়াম রেক পরীক্ষা'' সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ৬৩,৬১,০৪০.০০; **বিড সিকিউরিটি(বায়না অর্থ জমা)(টাকা)ঃ** ₹ ১,২৭,২০০.০০; **ক্রম নং. ৪; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৩১; কাজের নামঃ** ১) 'এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৮/১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ' সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ২) 'এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৫/২-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ' সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ৩) 'এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৬/৩-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ' সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ৪) 'এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১১এ/১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ'- সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ; **টেন্ডার মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ৩৭,০২,৪৫৬.০০; **বিড সিকিউরিটি(বায়না অর্থ জমা)(টাকা)ঃ** ₹ ৭৪,১০০.০০; **ক্রম নং. ৫; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৩২; কাজের নামঃ** 'হাওড়া ডিভিশনের মশাগ্রাম, পাল্লারোড, শক্তিগড়, গাংপুর, তালিত, খানা, কর্জনা, বলগোনা, ডানকুনি, জনাই রোড, বারুইপাড়া, কামারকুন্ডু, চন্দনপুর, বেলমুড়ি, শিবাইচন্ডী, গুরাপ, জৌগ্রাম, বেগমপুর, গুসকরা, প্রান্তিক, আহমেদপুর ও মল্লারপুর স্টেশনের ওয়েটিং হল, টয়লেট কমপ্লেক্স এবং সার্কুলেটিং এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত' সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ১,৪৪,৬০,৯৯০.০০; **বিড সিকিউরিটি(বায়না অর্থ জমা)(টাকা)ঃ** ₹ ২,৮৯,২০০.০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য ১৮০ দিন। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ক্রম নং. ১, ২ ও ৩ প্রতিটির জন্য ১০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায় এবং ক্রম নং. ৪ ও ৫-এর প্রতিটির জন্য ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলেও অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় পরিবর্তন করা হবে না। যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না, সেইহেতু টেন্ডারটি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের পরে যেকোনো সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-172/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

একদিন বায়োস্কোপ

যেন অ্যাকশনের তুবড়ি

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

মেমরি লস, অ্যাকশন, ড্রাগ, নারী পাচার এই সবকিছুর একটা কম্বিনেশন যদি দর্শকদের উপহার দেওয়া হয় তাহলে দর্শকদের কেমন লাগবে? মোদ্দা কথা উপলব্ধিটা কেমন হবে? এমনই একটা গল্প যেখানে প্রতিটা মোড়ে মোড়ে চমক এবং মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত প্লটবিন্যাস। বোঝাই যাচ্ছে কয়েক ঘন্টা চিন্তামুক্ত ভাবে অতিবাহিত হবে দর্শকদের এবং গল্পের রেশ দর্শকদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হবে। কখন যে গল্পটি আপনি এক নিমেষে দেখে ফেলা শেষ করে ফেলবেন আপনি বুঝতেও পারবেন না। দেখবেন মানে এতটাই উত্তেজনা ভরপুর যে আপনি গোগ্রাসে গিলবেন। এমনই একটি ওয়েব সিরিজ মুক্তি পেয়েছে সম্প্রতি যার নাম 'তারকাটা'। ওয়েব সিরিজটি মুক্তি পেয়েছে জি ফাইভ ও টি টি প্লাটফর্মে। শমীক রায়চৌধুরী পরিচালিত এই ওয়েব সিরিজটির দুর্দান্ত অ্যাকশন থ্রিলার যা মোচর সম্বলিত প্লট বিন্যাসে গঠিত। এই ওয়েব সিরিজ আমাদের কাছে কি তুলে ধরে? গল্পের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে একটা চারচাকা গাড়িকে জলে ডুবিয়ে খুনের দৃশ্য। তারপর উঠে আসছে অগ্নি নামের এক জাদরেল মারকাটারি পুলিশ অফিসার তাঁর সার্ভিস রুলের কোন পরোয়া না করে তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে কানিপুর নামের এক মফস্বল এলাকায় অশোক চৌধুরি নামের এক কুখ্যাত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী এবং তার পার্টনার ডোডো (মেয়াং চ্যাং) নামের আর এক ভদ্রতার মুখোশধারী শয়তানের ড্রাগ পাচার, নারীপাচার ইত্যাদি কাজের বিরুদ্ধে প্রায় একক লড়াই চালিয়ে গেল। এই লড়াইয়ে তার পাশে ছিল পুলিশ বন্ধু বুম্বা। ডোডোর প্যাঁচে পড়ে অগ্নি স্মৃতিশক্তি হারায় এবং তারপর তাকে পুলিশের চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হয় এবং সে হয়ে পড়ে মানসিকগ্রস্ত অর্থাৎ তারকাটা। বেশ কয়েক মাস পর আবার সে কানিপুরে অশোক চৌধুরীর ছেলে রহস্যময় মৃত্যুর তদন্ত করতে আসে এবং জড়িয়ে পড়ে এক এক বড় এক রহস্যের মধ্যে। এই ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে ডাক্তার ছন্দা। এই ছন্দা অগ্নির স্মৃতিশক্তি থাকাকালীন তার বন্ধু ছিল। দুরন্ত অ্যাকশনের আমেজে পরিপুষ্ট বিক্রম চ্যাটার্জিকে এই ওয়েব সিরিজে দর্শক উপলব্ধি করবে। পারিয়া সিনেমাটির পর আবারো এই ওয়েব সিরিজে বিক্রম চ্যাটার্জিকে এরকম একটি রাফ এন্ড টাফ চরিত্র করতে দেখা গেছে। সে হচ্ছে যাকে বলে ফুল তারকাটা। কখনো কখনো মাঝেমধ্যে তার জুড়লে স্মৃতিশক্তি সামান্য উদয় হয়। পরম মুহূর্তেই আবার তার কাটার সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় সেই প্রাপ্ত স্মৃতি। মস্তিষ্ক তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সেই সময় প্রখর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে যখন ছন্দার সাথে তার দেখা হয় তখ ন যেন তার সমস্ত তার গুলো জুড়ে যায়। এবং সে ছন্দাকে নিয়ে প্রেমের কল্পনার মজলিসে হারিয়ে যায়। তারকাটা অগ্নি কি পারবে সমস্ত খ ুনের রহস্যের কিনারা করতে? জানার জন্য অবশ্যই চোখ রাখতে হবে এই ওয়েব সিরিজে।চরিত্র গুলির বিশ্লেষণের মূল্যায়ন করার আগে একথা বলাই বাহুল্য যে সকলেই মোটামুটি কম বেশি ভালো পারফরম্যান্স করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট কর পারফরম্যান্স হলো নায়ক ও খলনায়কের। সম্পূর্ণ পাগলা তারকাটা অ্যাকশন মাচো চরিত্রে বিক্রম চ্যাটার্জি ফাটাফাটি।অভিনয়ের মাঝে মাঝে বিক্রম চ্যাটার্জির গরমাগরম ডায়লগ 'আমার একটা তারকাটা সবকটা নয় নিঃসন্দেহে দর্শকদের আনন্দ দেবে এবং এই ডায়লগটি পরিস্থিতির সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার অভিনয় দক্ষতা যে অসীম সেটা তার চরিত্রকে সুন্দরভাবে বুঝে সেটিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রেই বোধগম্য হয়। অন্যদিকে খলনায়ক হিসেবে ডোডো অর্থাৎ মেয়াং চ্যাং এর প্রশংসা না করলেই নয়। এই সিরিজে তার নেপালি টানে বাংলা ভাষায় কথা বলা ও সুন্দর অভিনয় নিজের দিকে দর্শকদের লাইম লাইট কেড়ে নিতে পারে। অগ্নি অর্থাৎ বিক্রমের জিগরি পুলিশ দোস্ত বুম্বার ভূমিকায় সত্যম ভট্টাচার্য এর অভিনয় বেশ হিউমার সৃষ্টি করেছে। তার ডায়লগ ডেলিভারি এবং বিক্রমের সাথে মজা খুনসুটি দিব্বি একটা দেখার বিষয়। ছন্দার চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা সরকারকে বেশ গ্ল্যামারাস লাগছে। ওয়েব সিরিজের শেষে তিনিও একটি বড় চমক দিয়েছেন। বিক্রম চ্যাটার্জির সাথে তার প্রেমের সম্পর্কের আভাস পাওয়া গেছে এই সিরিজে। অশোক চৌধুরীর ভূমিকায় জয়দীপ মুখার্জির অভিনয় স্বল্প হলেও তিনি সেই চরিত্রটিকে যথেষ্ট সুন্দরভাবে তার অভিনয়শৈলী দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। বেশ কয়েকটি ওয়েব সিরিজে তার ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় এটাই বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এরপর বাংলা সিনেমায় বা ওয়েব সিরিজে জাদরেল ভিলেন হিসেবে তাকে ভাবা যায়। অগ্নির ভাইয়ের চরিত্রে আয়ুশ দাস এর অভিনয় ছিমছাম অথচ সামঞ্জস্যপূর্ণ। শমীক রায়চৌধুরীর

চিত্রনাট্য এবং সংলাপ যথেষ্ট মজবুত।ওয়েব সিরিজটির যেমন ইতিবাচক দিক আছে তেমনি পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে বেশ কিছু। ইতিবাচক দিকগুলির মধ্যে অ্যাকশন দৃশ্য গুলো খুবই রোমাঞ্চকর এবং টানটান উত্তেজনায় ভরপুর। গল্পে যথেষ্ট গতি আছে। সৌমিত দেবের লেখা কুশল চক্রবর্তী কণ্ঠে 'রোল করে দেনা ভেসে যায গানটি দর্শকদের বেশ মনোপুত হয়েছে। অপরদিকে নেতিবাচক দিকগুলির বিশ্লেষণে যেটি সর্বপ্রথম উঠে আসে সেটি হল গল্পটি অনেকটাই প্রেডিক্টেবল যা দর্শকদের মনোযোগ নষ্ট করতে পারে। ওয়েব সিরিজটির ট্রেলার আসার পর পর যতটা উচ্চমানের ভিজুয়াল এফেক্ট আশা করা হয়েছিল বাস্তবে লাইটিং এবং সিনেমাটোগ্রাফি সেই মানে পৌঁছতে অক্ষম হয়েছে। তবুও সব মিলিয়ে একটি মারকাটারি অ্যাকশন বেস্ট প্লট টুইস্টে ভরপুর মাস এন্টারটেইনমেন্ট ওয়েব সিরিজ হিসেবে 'তারকাটা' দর্শকদের উপভোগ্য হবে।

সংসদ থেকে রুপোলি পর্দা কঙ্গনার পরনে হ্যান্ডলুম শাড়ি

বলিউডের 'কুইন' থেকে সোজা দেশের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র;সংসদের অলিন্দ। কঙ্গনা রানাওয়াতের এই বর্ণময় যাত্রাপথে তাঁর এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হলো এক অমোঘ আভিজাত্য, যার পরতে পরতে নিপুণভাবে বোনা রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যের সুতো। হালফিলের গ্ল্যামারাস কস্টিউম আর রেড কার্পেটের চোখধাঁধানো জাঁকজমকের ভিড়ে তাঁর হাতে-বোনা তাঁতের শাড়ির প্রতি এই প্রেম এক স্বতন্ত্র, প্রায় আইকনিক ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরি করেছে।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে যেখানে পাশ্চাত্য পোশাক, সিকুইন এবং বিদেশি ডিজাইনার ব্র্যান্ডের একাধিপত্য, সেখানে কঙ্গনার এই সাজ যেন এক সতেজ উলটপুরাণ। রুপোলি পর্দার প্রচারমঞ্চ, এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ থেকে শুরু করে লোকসভার গুরুগম্ভীর অধিবেশন;সর্বত্রই তাঁর পরনে শোভা পাচ্ছে নিখাদ দেশি তাঁত, সুতি, খাদি, লিনেন অথবা চান্দেরি। অভিনয় দক্ষতা এবং চাঁছাছোলা মন্তব্যের জন্য তিনি বরাবরই চর্চার কেন্দ্রে থাকেন, তবে বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর এই পোশাক নির্বাচন নিছকই কোনো সাময়িক ফ্যাশন ট্রেন্ড নয়; বরং তা দেশের প্রান্তিক কারিগর এবং হস্তশিল্পীদের প্রতি এক নীরব অথচ শক্তিশালী সমর্থন। তাঁর শাড়ির প্রতিটি ভাঁজে, সুতোর প্রতিটি বুননে যেন লুকিয়ে থাকে 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর এক প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বার্তা। তিনি যেন নিজের যাপনের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করতে চান, শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেই আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছনো সম্ভব।

শাড়ি পরার ধরনেও কঙ্গনা ফিরিয়ে এনেছেন এক পুরোনো দিনের নস্ট্যালজিয়া। আটপৌরে অথচ কেতাদুরস্ত সেই স্টাইলিংয়ের সঙ্গে ছিমছাম মেকআপ, কপালে ছোট্ট টিপ, সাবেকি গয়না এবং চোখে ওভারসাইজড রোদচশমা;সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অভিজাত এবং মার্জিত 'অরা' তৈরি করেন তিনি। তাঁর এই ভিন্টেজ লুক বারবার প্রমাণ করে যে, আভিজাত্য প্রকাশের জন্য অতিরিক্ত চাকচিক্যের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কেবল আত্মবিশ্বাস এবং সঠিক রুচিবোধের। আধুনিক কর্মব্যস্ত শহুরে নারীদের কাছে, যাঁদের দিনের অনেকটা সময় কাটে কর্পোরেট মিটিং বা কর্মক্ষেত্রে, কঙ্গনার এই দেশজ পাওয়ার ড্রেসিং আজ এক নতুন অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায়, কঙ্গনা রানাওয়াত যেন নতুন করে শিখিয়ে দিচ্ছেন, তাঁতের শাড়ি কেবল কোনো উৎসব বা পার্বণের তোলা পোশাক নয়, এটি এক স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী নারীর দৈনন্দিন যাপনচিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক মননের এই সুনিপুণ যুগলবন্দিই তাঁকে সমকালীন ফ্যাশন দুনিয়ায় এক অন্য উচ্চতায় স্থাপন করেছে। যেখানে তাঁর শাড়ির আঁচল শুধু হাওয়ায় ওড়ে না, বরং সগর্বে উড়িয়ে দেয় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকেও।

মাঠে নামলেন নেইমার, ভিনির জোড়া গোলে মায়ামিতে সাম্বা ম্যাজিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ নিয়ে আর কোনও আক্ষেপ থাকল না সমর্থকদের। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে প্রায় সবকিছুই দেখে ফেলল ফুটবলপ্রেমীরা। লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কিলিয়ান এমবাপেদের মাঝে অপেক্ষা ছিল কেবল ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারকে নিয়ে। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে মাঠে নামলেন নেইমার। অন্যদিকে ভিনিসিয়াস জুনিয়র যেন ঘোষণা করলেন, 'তিনিই আগামী প্রজন্মের তারা'। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেন ভিনি। বিশ্ব মঞ্চে হুঙ্কার দিলেন, ব্রাজল জিততেই আসে। ভিনির জোড়া গোল এবং মাথেইস কুনহার গোলে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে সহজ জয় ছিনিয়ে নিল ব্রাজিল। গ্রুপ শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছে গেল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। প্রথম ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে আটকে গেলেও গত দুই ম্যাচে চেনা ছন্দে দেখালো ব্রাজিলকে। বুধবার ভারতীয় সময় ভোররাতে স্কটল্যান্ড বধ করে ব্রাজিল বুঝিয়ে দিল তারা বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট। মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে সাম্বা ঝড় ভরপুর উপভোগ করলেন ব্রাজিল সমর্থকরা। ৩-০ গোলে জয় হলেও গোটা ম্যাচেই মাঠজুড়ে দাপট বজায় রাখলেন ভিনিরা। স্কটিশদের খুঁজেই পাওয়া গেল না। ম্যাচের ৭ মিনিটেই প্রথম গোল পেয়ে যান ভিনি। নিজেদের বক্সের ভিতরেই মিস পাস করে বল ভিনির পায়ে তুলে দেন স্কটিশ ডিফেন্ডার। বল পেয়েই সুযোগসন্ধানীর মতো গোল করে গেলেন ভিনি। স্কটিশ গোলকিপারকে পরাস্ত করে বল জালে জড়িয়ে যায়। ম্যাচের ২২ মিনিটে আবারও জালে বল জড়িয়ে দিলেন তিনি। পরে ভার জানায় ওই গোলটির আগে ভিনি স্কট ডিফেন্ডারকে ফাউল করেছেন। গোলটি বাতিল হয়। ওই গোল বাতিল হওয়ার পর খানিকটা লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করেছিল স্কটল্যান্ড। ব্রাজিলের উপর চাপ সৃষ্টি করে প্রতিআক্রমণে উঠছিল তারা। তবে প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে লুকাসের বাড়ানো ক্রস থেকে নিখুঁত হেডে গোল করে গেলেন ভিনি। প্রথমার্ধেই ব্রাজিল এগিয়ে গেল ২-০ গোলে।* এরপর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁদের কাজটা আরও সহজ হল। দ্বিতীয়ার্ধে স্কটিশদের যেন মাঠে খুঁজেই পাওয়া গেল না। ব্রাজিল আরও আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে লাগল। ম্যাচের ৫১ মিনিটে লুকাস বড় সুযোগ নষ্ট করেন। ৬০ মিনিটে মাথেউস কুনহা দুর্দান্ত ফিনিশে জয়ের ব্যবধান ৩-০ বাড়িয়ে নেন। পরে ভিনির কাছেও হ্যাটট্রিক করার সুযোগ আসলেও আর গোলসংখ্যা বাড়েনি। দ্বিতীয়ার্ধের বড় আকর্ষণ ছিলেন নেইমার জুনিয়র। দীর্ঘদিন বাদে চোট সারিয়ে হলুদ জার্সিতে কামব্যাক হল তাঁর। ম্যাচের শেষ ২০ মিনিট মাঠেই ছিলেন তিনি। গ্রুপের অন্য ম্যাচে হাইতিকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে মরক্কো। তারাও গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় হিসেবে নকআউটে গেল।

ফিফা বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথম পৌঁছল দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবল বিশ্বকাপে আরেকটি বড় চমকের জন্ম দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্রিকেটে 'প্রোটিয়া' নামে পরিচিত দেশটি এবার ফুটবলের মঞ্চেও নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিল। এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দল দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফিফা বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। টুর্নামেন্টের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি তাদের। প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিলেন গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। কিন্তু সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করে দ্বিতীয় ম্যাচে তারা ইউরোপের দল চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ড্র করে। ফলে শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে তাদের সামনে ছিল একটাই লক্ষ্য;জয়। বুধবারের ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়া বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকার রক্ষণভাগ ছিল দুর্দান্ত। একের পর এক আক্রমণ প্রতিহত করে তারা ধৈর্য ধরে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সেই সুযোগ আসে ম্যাচের ৬৩ মিনিটে। দ্রুত পাল্টা আক্রমণ থেকে মাসেকা গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। এরপর বাকি সময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার চাপ সামলে ১-০ গোলের মূল্যবান জয় নিশ্চিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ের ফলে শুধু নকআউট নিশ্চিত হয়নি, বিশ্বকাপের ইতিহাসেও নতুন অধ্যায় লিখেছে তারা। প্রথমবারের মতো শেষ বত্রিশে পৌঁছে গেছে প্রোটিয়ারা। পরের রাউন্ডে তাদের প্রতিপক্ষ কানাডা। কাগজে-কলমে এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার ভালো সুযোগ রয়েছে, ফলে তারা আরও দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলে তা আর বিস্ময়কর হবে না। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য এই হার বড় ধাক্কা। সরাসরি নকআউটে ওঠার আশা শেষ হয়ে গেছে তাদের। যদিও তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা দলগুলির তালিকায় থেকে পরের পর্বে যাওয়ার সুযোগ এখনও রয়েছে। তবে তিন পয়েন্ট এবং নেতিবাচক গোলপার্থক্যের কারণে সেই সম্ভাবনা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রুপের অন্য ম্যাচে মেক্সিকো ৩-০ গোলে হারিয়েছে চেক প্রজাতন্ত্রকে। এই জয়ের মাধ্যমে তারা একটি বিশেষ কৃতিত্বও অর্জন করেছে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে প্রথমবারের মতো নিজেদের তিনটি ম্যাচই জিতেছে মেক্সিকো। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা দলটি নকআউট পর্বে অন্যতম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এসেছে। এদিকে আরেক গ্রুপে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে কাতারের। গতবারের বিশ্বকাপ আয়োজক দেশটি শেষ ম্যাচে বসনিয়ার কাছে ৩-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে। একই গ্রুপে কানাডাকে ২-১ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান দখল করে নকআউটে উঠেছে সুইজারল্যান্ড। হারলেও দ্বিতীয় স্থানে থেকে পরের পর্বে জায়গা করে নিয়েছে কানাডা। বসনিয়াও তৃতীয় স্থানে থেকে এখনও আশা বাঁচিয়ে রেখেছে। বিশ্বকাপের এই পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তিন আয়োজক দেশেরই নকআউটে পৌঁছে যাওয়া। যুক্তরাষ্ট্র আগেই নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছিল। এবার মেক্সিকো ও কানাডাও শেষ বত্রিশে উঠে এসেছে। বর্তমানে নকআউট নিশ্চিত করা দলগুলির মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ফ্রান্স, নরওয়ে, ব্রাজিল, জার্মানি, মরক্কো, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা।

দু'বার পিছিয়ে থেকেও হাইতিকে হারিয়ে নকআউটে মরক্কো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের গ্রুপ 'সি'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের নজির গড়ল মরক্কো। আটলান্টার জমজমাট পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে হাইতির বিরুদ্ধে ৪-২ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে শুধু তিন পয়েন্টই অর্জন করেনি আফ্রিকার দলটি, একই সঙ্গে শেষ ৩২-এ ওঠাও কার্যত নিশ্চিত করেছে। ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়েও যেভাবে মরক্কো ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা তাদের মানসিক দৃঢ়তা এবং প্রতিযোগিতামূলক শক্তিরই প্রমাণ। খেলার শুরু থেকেই হাইতি চমক দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ম্যাচের একেবারে গোড়াতেই মরক্কোর গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনোর দুর্ভাগ্যজনক আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ক্যারিবিয়ান দেশটি। এই গোলের পর হাইতির ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যায় এবং তারা দ্রুত আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। তবে মরক্কোও হাল ছাড়েনি। অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমির গোলে সমতা ফিরিয়ে আনে তারা। কিন্তু নাটক তখনও বাকি ছিল। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে উইলসন ইসিদরের দুর্দান্ত দূরপাল্লার শট মরক্কোর জালে জড়িয়ে গেলে আবারও এগিয়ে যায় হাইতি। মরক্কোর সমর্থকদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ দেখা দিলেও দলটি দ্রুত নিজেদের গুছিয়ে নেয়। বিরতির আগেই ইসমাইল সাইবারি গোল করে স্কোরলাইন ২-২ করে দেন। ফলে প্রথম ৪৫ মিনিট শেষ হয় সমতায়, যা ম্যাচকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে দেখা যায় এক অন্য মরক্কোকে। বলের দখল, আক্রমণের গতি এবং মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ;সব ক্ষেত্রেই তারা ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। হাইতির রক্ষণভাগ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললেও মরক্কোর ধারাবাহিক আক্রমণের সামনে শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে আসে সেই মুহূর্ত, যা খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সুফিয়ান রহিমি গুরুত্বপূর্ণ গোল করে প্রথমবারের মতো মরক্কোকে এগিয়ে দেন। এই গোলের পর হাইতির খেলোয়াড়দের মধ্যে হতাশার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে মরক্কো আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং ম্যাচের শেষদিকে গেসিম ইয়াসিন আরেকটি গোল করে জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দেন। শেষ বাঁশি বাজার সময় স্কোরবোর্ডে লেখা ছিল ৪-২, যা মরক্কোর দাপুটে জয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে। এই জয়ের ফলে গ্রুপ 'সি'-তে ব্রাজিলের পিছনে দ্বিতীয় স্থানে থেকে নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল মরক্কো। শেষ ৩২-এর লড়াইয়ে তাদের সামনে অপেক্ষা করছে গ্রুপ 'এফ'-এর শীর্ষ দল। বর্তমান পরিস্থিতিতে নেদারল্যান্ডস সেই গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে, ফলে সম্ভাব্যভাবে ডাচদের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে পারে মরক্কো। অন্যদিকে, ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে আসা হাইতির জন্য এই অভিযান সুখকর হলো না। গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই পরাজিত হয়ে বিদায় নিতে হয়েছে তাদের।